চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 44 Friday, 13 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা ❋ ২৮ পৌষ, ১৪২৯, শুক্রবার, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মমতাকে হাজিরা দিতে হবে না এখনই

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলায় স্বস্তি মুখ্যমন্ত্রীর

মুম্বই, ১২ জানুয়ারিঃ আপাতত স্বস্তিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করেছেন বলে মমতার নামে আদালতে অভিযোগ করেছিলেন মুম্বইয়ের এক বিজেপি নেতা। তা নিয়ে সমন পাঠানো হয়েছিল মমতাকে। সেই সমনই খারিজ করে দিল মুম্বইয়ের এক আদালত। ওই আদালতের বিশেষ বিচারক আরএন রোকাড়ে জানান, সমন পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে। নগর দায়রা আদালতের যে বিচারক মমতাকে সমন পাঠিয়েছেন, তিনি আইনের জরুরি বিষয় মানেননি বলেই দাবি বিশেষ আদালতের বিচারকের। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, ‘নগর দায়রা আদালতের বিচারক যে প্রক্রিয়ায় সমন পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আরও অনেক বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। যেমন, অভিযোগকারী বিজেপি নেতা বিবেকানন্দ গুপ্ত সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে তা হলফনামায় জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল না।’ এই যুক্তি দিয়ে বিশেষ আদালত সমন পাঠানোর বিষয়টি ফের ওই বিচারকের কাছে পাঠিয়েছে। নির্দেশ দিয়েছে, আইনের সব প্রক্রিয়া মেনে যেন তিনি ফের সমন পাঠান।

মুম্বইয়ের কাফ প্যারাডে যশবন্তরাও চভন প্রেক্ষাগৃহে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা। কর্মসূচিরে শেষে চেয়ারে বসেই জাতীয় সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছিলেন মমতা বলে অভিযোগ মুম্বইয়ের বিজেপি সম্পাদক গুপ্তের। তিনি সেই নিয়ে কাফে প্যারেড থানায় অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এর পর মুম্বইয়ের সিউরির নগর দায়রা আদালতে অভিযোগ করেছিলেন গুপ্ত। এর পরই মমতাকে সমন পাঠায় ওই আদালত। ২০২২ সালের ২ মার্চ হাজির হতে বলে মমতাকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা এর পর এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের দ্বারস্থ হন। গত ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ আদালতের বিচারক এই সমনে স্থগিতাদেশ দেন। এই মামলায় অভিযোগকারী এবং মহারাষ্ট্র সরকারের জবাব চান।

ভাঁড়ার সত্যিই কি শূন্য?

এখনও ২,৩০০ কোটির বেশি খরচই করতে পারেনি রাজ্য সরকার!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীতে মাঝে মধ্যেই বলতে শোনা গিয়েছে, ভাঁড়ার শূন্য। কিন্তু তাঁর সরকারেরই পঞ্চায়েত দফতরের হিসেব বলছে, রাজ্যের হাতে পঞ্চায়েত স্তরে খরচ করার জন্য এখনও অঢেল টাকা জমে রয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি খরচই করতে পারেনি রাজ্য সরকার। এমনই অভিযোগ উঠে আসছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪৯.৫৪ শতাংশ টাকা খরচ করতে পেরেছে রাজ্য। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের হাতে জমেছিল প্রায় ৪ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি হিসেব বলছে, এর মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকার মতো খরচ করতে পেরেছে। পড়ে রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকার মতো, শতাংশের নিরিখে যা ৫০ শতাংশেরও বেশি। এর মধ্যে আবার রয়েছে শর্তাধীন টাকাও। সূত্রের খবর, এই জমা টাকার মধ্যে আগের দুটি অর্থবর্ষেরও টাকা জমেছিল। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মূলত গ্রামোন্নয়নের কাজের জন্য কেন্দ্র থেকে এই টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে ব্যয় হয় রাজ্যে। প্রতিটি অর্থ কমিশনের মোট বরাদ্দ অর্থের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ খরচ করে অডিট রিপোর্ট দেখাতে পারলে, তবেই পরবর্তী কিস্তির টাকা আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এখনও ৫০ শতাংশের বেশি টাকা পড়ে রয়েছে। ২০২২-২৩ সালের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান বলছে, কিছু কিছু জায়গায় ৫০ শতাংশ বা তার বেশি টাকা খরচ হলেও, অনেক জায়গাতেই তা হয়নি। যে জেলাগুলিতে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি কাজ হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে, হাওড়া, আলিপুরদুয়ার, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর দিনাজপুর। কিন্তু বাকি জেলাগুলিতে কাজের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। সরকারি হিসেব বলছে, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, কোচবিহার, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর, দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে ৫০ শতাংশও কাজ হয়নি পঞ্চায়েত স্তরে। কিন্তু কেন এই খামতি? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অনেক জায়গাতেই দেরিতে কাজ শুরু হওয়ার কারণে সব জায়গায় সমান তালে কাজ এগোয়নি। এমন অবস্থায় চলতি অর্থবর্ষের বাকি টাকা যাতে দ্রুত পঞ্চায়েত স্তরে খরচ হয়, তার উপর জোর দিচ্ছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। জেলাগুলিকে, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিতে কাজের গতি আরও বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে টুইটে শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ মোদি-মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মতিথিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দকে জন্মদিনে প্রণাম। তাঁর দেশভক্তি, আধ্যাত্মিকতা, কর্মঠ জীবন সবসময় প্রেরণা দেয়। তাঁর মহান বিচার বিবেচনা ও আদর্শ দেশবাসীকে আজীবন অনুপ্রাণিত করবে।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, ‘তাঁর অসীম জ্ঞান, বিচারবোধ যুগ যুগ ধরে যুবসমাজের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘বিবেকানন্দের জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধা। তাঁর পথ চলার মন্ত্র, মানবিকতা প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে।’ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেলুড় মঠে উদযাপিত হচ্ছে বিবেকানন্দের জন্মতিথি। যুবদিবস উপলক্ষে সকাল থেকেই জায়গায় জায়গায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া অংশ নিয়েছে সেই শোভাযাত্রায়। বেলুড়মঠে সকাল থেকেই পুজো, মন্ত্রসঙ্গীত। ধ্বনিত হচ্ছে বিবেকানন্দের জীবনবাণী। এদিন সকালেই কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। সেই মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে শেয়ারও করেন শুভেন্দু। অন্যদিকে ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে পর্ণশ্রী এলাকার বিবেকানন্দ কাননে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়, বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ও। তবে বিবেকানন্দের জন্মদিনেও রাজনীতির তরজা থেকে দূরে রইল না এ রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী শিবির। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ‘‘এই শিক্ষা দেখলে স্বামীজি বাংলা থেকে প্রস্থান করতেন। চারদিকে ফ্লেক্স লাগিয়েছে। স্বামীজীর ছোট ছবি আর কোনও একজনের বড় করে ছবি।’’ শ্যামপুকুরের বিধায়ক শশী পাঁজা শুভেন্দুর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, ‘‘ফ্লেক্স লাগানোর অধিকার সকলেরই আছে।’’ অন্যদিকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘বিবেকানন্দ দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতা শিখিয়েছেন। সত্যিই যদি বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির ভালোবাসা থাকে তাহলে কোনও মুসলমানের ঘরে গিয়ে হুকা খেয়ে বলুক আমার জাত গেল না। যারা জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করে বিবেকানন্দ তাদের জন্য নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মানুষকে মেরে ঈশ্বরকে সেবা করা যায় না। আজ বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাঁর পরণের গেরুয়া চিরকাল ত্যাগের প্রতীক। বিজেপি এটা নিয়ে ভোগের প্রতীক তৈরি করে দিয়েছে। গেরুয়া বিজেপির রং নয়।’’

‘শুভেন্দু আরএসি বিধায়ক, এখনও কনফার্ম হননি’, খোঁচা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ বুধবার ঝাড়গ্রামের সরডিহাতে বিজেপির সম্মেলন ছিল। সেখান থেকে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য ছিল, ২০১৮ সালের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল জয় পায়। শুভেন্দুর এই মন্তব্যের পাল্টা এবার কটাক্ষ ছুড়লেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শুভেন্দু ‘আরএসি বিধায়ক’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। কুণাল বলেন, ‘‘শুভেন্দু নন্দীগ্রামের আরএসি বিধায়ক। এখনও তো মামলা চলছে।’’ বুধবার সরডিহায় শুভেন্দু বলেন, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় তৃণমূল আসলে পরাজিত হয়েছিল। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘শুভেন্দু যেটা বলতে ভুলে গিয়েছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে তমলুক ও কাঁথিতেও তৃণমূলের দুই প্রার্থী হেরে গিয়েছিলেন। পরে শুভেন্দু অধিকারী কোনওক্রমে তাঁর বাবা ও ভাইকে জিতিয়েছেন। এটার থেকে স্পষ্ট তিনি নির্বাচনের ফলাফল কীভাবে উল্টে দিতে পারেন। নন্দীগ্রামেও তার মানে মমতারই জয় হয়েছিল। লোডশেডিং করিয়ে ফল বদল করে দিতে পারেন যিনি, তিনি হচ্ছেন নন্দীগ্রামের আরএসি বিধায়ক। আরএসি, কনফার্ম হয়নি। মামলা চলছে।’’ সরডিহায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘আগে পঞ্চায়েতে ভোট হতো। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েতের নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি। ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জিতেছিল। বহু জায়গায় নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। ঝাড়গ্রামে সেটা পারেনি। ঝাড়গ্রামে বিজেপি মনোনয়ন দিয়েছে। কারণ এখানকার মানুষ নির্বাচন করেছিলেন। ৭৯ গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে নির্বাচনে বিজেপি গরিষ্ঠসংখ্যক জিপিতে জেতে। অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতি এমনকী জেলা পরিষদেও বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ডিএম আর এসপিকে দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয়। আমি সে সময় তৃণমূলে ছিলাম, তাই বলতে পারলাম। ভোট লুঠ করে গণনাকেন্দ্রে ফলাফল পরিবর্তন করে আপনাদের ভোটের হক অধিকার কেড়ে নিয়ে পদ্মফুলের জেলা পরিষদকে জোড়াফুলের জেলা পরিষদ করা হয়েছিল। তারপরও কিছু জিপিকে পুলিশ পাঠিয়ে, গাঁজার কেস দিয়ে অনেক পঞ্চায়েতে প্রধান উপপ্রধান গায়ের জোরে নিয়েছে।’ এ নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘শুধুমাত্র সুরক্ষা কবচের জন্য, আদালত ও এজেন্সির রক্ষা কবচ নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন শুভেন্দু। একদিন সময় আসবে যখন এর বদল হবে।’’ একইসঙ্গে কুণাল বলেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপির কারও কোনও অধিকার নেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেবের পায়ের কাছে ফুল রাখার। কারণ তাঁরা ধর্মকে মানুষের সেবা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন।’’ কুণালের কটাক্ষ, ‘‘এই বিজেপি এবং তার এই চার আনার শুভেন্দুর মতো নেতারা সেভাবে দেখে না। শুভেন্দুর মতো বিজেপি নেতারা হিন্দুত্বের নামে কলঙ্ক।’’ সিবিআই, ইডির হাত থেকে বাঁচতে এরা এই হিন্দুত্বকে ব্যবহার করেন বলে তোপ দাগেন তিনি।

হাইকোর্টে নজিরবিহীন বিক্ষোভের জের, কলকাতায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বার কাউন্সিল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ কলকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি যে নজিরবিহীন বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল আইনজীবীদের একাংশের, এবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে চিঠি গেল বার কাউন্সিলের কাছে। বার কাউন্সিলের কাছে জমা পড়া সেই পিটিশনের প্রেক্ষিতে এবার রাজ্যে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বার কাউন্সিল। যে অভিযোগ জমা পড়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে বার কাউন্সিল। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মমন কুমার মিশ্র এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে কলকাতা হাইকোর্টের ওই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দাজনক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বার কাউন্সিলের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসবেন। এখানকার পরিস্থিতি ঘুরে দেখে দিল্লিতে ফিরে তাঁরা হাইকোর্টের ঘটনা নিয়ে বার কাউন্সিলে একটি রিপোর্ট জমা দেবেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেবে বার কাউন্সিল। বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মমন কুমার মিশ্র এদিন কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, আইনজীবীদের ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু দিনের পর দিন এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে। যদি কোথাও কোনও ক্ষেত্রে আপত্তি থাকে, তাহলে তাঁরা প্রধান বিচারপতির কাছে যেতে পারতেন, কিংবা সংশ্লিষ্ট প্লাটফর্মে নিজেদের কথা জানাতে পারতেন। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতা হাইকোর্টে নজিরবিহীন বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন আইনজীবীদের একাংশ। মঙ্গলবার পরিস্থিতি চরমে উঠেছিল। দফায় দফায় বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল হাইকোর্ট চত্বর। এমনকী বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কটেরও ডাক দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই ঘটনার পর নিন্দায় সরব হয়েছিল বিভিন্ন মহল। পরিস্থিতি ক্রমেই তপ্ত হতে শুরু করেছিল। পরে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা বিক্ষোভকারীদের পাশে নেই। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের কাছে ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং অ্যাডভোকেট জেনারেল। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার কাছেও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক হলে গেলেও হাইকোর্টের সেই ঘটনার রেশ গড়িয়েছে বার কাউন্সিল পর্যন্তও। অভিযোগ পেতেই কলকাতায় তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বার কাউন্সিল।

১১০০টি সিসিটিভি এবং ২০টি ড্রোনের তত্ত্বাবধানেই এবার নবান্ন থেকেই চলবে নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। এ বছর যে হেতু কুম্ভ মেলার আসর বসছে না, তাই সাগর দ্বীপে এ বার বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কা করছে রাজ্য প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি, মেলায় নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। এ বার সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলায় নজরদারি চালানো হবে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত থেকে শুরু করে মেলাপ্রঙ্গণের হালহকিকত সরাসরি দেখবে নবান্ন। ভিড়ের উপর নজর রাখতে মেলার বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সঙ্গে লাগাতার উড়ছে ড্রোন। আর তার ছবিই যেমন মেলার কন্ট্রোল রুমে দেখতে পাচ্ছেন সরকারি আধিকারিকরা, তেমনই তার একটি ফিড পাঠানো শুরু হয়েছে নবান্নেও। সেখান থেকেও চলবে আর একদফা নজরদারি। ১০ তারিখেই গঙ্গাসাগর মেলায় এই নজরদারি সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। সেখান থেকেই ফিড পাঠানো হচ্ছে নবান্নে। ১০ জানুয়ারি থেকে নবান্নে ফিড পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি। ওই দিন সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হবে সাগর দ্বীপে। সেই কারণে যাত্রী নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। যেই কারণে এবার সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণকে। উড়ছে একাধিক ড্রোন। কপিল মুনির আশ্রমের সামনেও থাকছে সিসিটিভি। প্রশাসনের বৃত্তে থাকা আধিকারিকদের থেকে জানা যাচ্ছে, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য গঙ্গাসাগর মেলায় প্রায় ১১০০ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ২০টি ড্রোন ক্যামেরা উড়ছে, যেগুলিতে জিপিএস লাগানো রয়েছে। প্রতিটি ভেসেলেও জিপিএস লাগানো হযেছে। পুণ্যার্থীরা এক প্রকার নজরবন্দি থাকবেন এই ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং সহজেই মেলাপ্রাঙ্গনের খবর চলে আসবে নবান্নে। তাই এবার গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটায় আঁটোসাঁটো।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বড়সড় গলদ! আচমকা গাড়ির সামনে যুবক

হুব্বলি, ১২ জানুয়ারিঃ কর্ণাটকে প্রধানমন্ত্রী মোদির নিরাপত্তায় বড়সড় বিচ্যুতি। এদিন কর্ণাটকে রোড শো করছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই সময়ে এক যুবক বাঁশের ব্যারিকেড টপকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির খুব কাছাকাছি চলে আসেন। যদিও প্রধানমন্ত্রীর মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি আধিকারিকরা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেন ওই ব্যক্তিকে। ইতিমধ্যে ঘটনার ভিডিও সামনে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক যুবক বাঁশের ব্যারিকেড টপকে চলে যান প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছিলেন তিনি। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী গাড়ি থেকে হাত দেখাচ্ছিলেন সকলকে। রাস্তায় দু পাশে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিলেন। সেই সময়েই ওই ব্যক্তি আচমকা ফুলের মালা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি চলে আসেন। বিষয়টি সামনে আসার পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় সব সময় মোতায়েন থাকেন এসপিজি আধিকারিকরা। এদিন এসপিজি আধিকারিকদের সতর্কতার জন্যই ওই ব্যক্তি একেবারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারেননি। তবে বিষয়টি ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে রাস্তার দু পাশে থাকা রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিয়ে ওই ব্যক্তি কনভয়ের মাঝে প্রবেশ করে গেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ওই ব্যক্তিকে সম্ভবত কর্ণাটক পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম কিংবা পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। এদিন কর্ণাটকের হুব্বলীতে রোড শো চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আমরা এই ঘটনাকে নিরাপত্তার ত্রুটি হিসাবে ধরছি না। তবে ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখছি। প্রসঙ্গত, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রেলওয়ে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ন্যাশনাল ইউথ ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করতে কর্ণাটক সফরে রয়েছেন মোদি। চলতি বছরেই রয়েছে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন।

তৃণমূল বিধায়কের কারখানায় কোটি কোটি টাকা, অন্য সন্দেহ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ আয়করের হানায় মুর্শিদাবাদের বিড়ি কারখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা নগদ। সঙ্গে আরও তিনটি বিড়ি কারখানা, রাইস মিল মিলিয়ে আরও ২ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় জড়িয়েছে তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের নাম। অভিযোগ, তাঁর বিড়ি কারখানা ‘শিব বিড়ি’ থেকেই ৮ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। যা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জলঘোলা। যদিও এ নিয়ে ইতিমধ্যেই জাকির হোসেন জানিয়েছেন, সবই কৃষক ও শ্রমিকের টাকা। এবার জাকিরের হয়ে মুখ খুলল তাঁর দল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এই রেইডের পিছনে পূর্ব পরিকল্পনা রয়েছে। না হলে তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে সমস্ত ছবি, তথ্য সংবাদমাধ্যমে চলে আসছে? এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘রাজ্যের বিধায়ক জাকির হুসেনের বিভিন্ন জায়গায় আয়কর দফতর হানা দিয়েছে, বেশ কিছু টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হচ্ছে। আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আইন আইনের পথে চলুক। কিন্তু এর পিছনে পরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। তৃণমূল মনে করিয়ে দিতে চায়, জাকির হোসেন শুধুমাত্র তৃণমূলের বিধায়ক নন, তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও।’’ এরই রেশ টেনে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিড়ি শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক শিল্পে তাঁর ব্যবসা রয়েছে। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাড়িতে নগদ রাখতে পারবেন না, এটা কে বলল? কবে ঠিক হল? যেখানে ওনাদের ব্যবসায় বিপুল সংখ্যক দৈনিক মজুরির শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের নগদে পেমেন্ট দিতে হয়। যেভাবে ব্যাপারটা প্রচার হচ্ছে তা ঠিক নয়। যাঁর কাছে এই রেইড হয়েছে, তাঁকে নথিপত্র, তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল না, তার আগেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সংবাদমাধ্যমের ব্যবহার করে যেভাবে টাকা, খবর, ছবি ছড়ালেন তা জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য আমরা মনে করি। যদি রেইড হওয়ার ছিল, টাকা অবৈধ মনে হয় তার আইনি ব্যবস্থা হবে। তার বদলে এটা সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমে চলে যাচ্ছে, এটা প্রমাণ করে এটা সুপরিকল্পিতভাবে ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত।’’ ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জাকির হোসেন জানিয়েছেন, তাঁর কারখানায় ৭ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের টাকা নগদেই দিতে হয়।

জোশীমঠের জন্য বড় প্যাকেজ উত্তরাখণ্ড সরকারের, মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, ‘ভয় পাবেন না’

জোশীমঠ, ১২ জানুয়ারিঃ জোশীমঠের অবস্থা এখন তথৈবচ। বহু মানুষের মাথার ওপর এখন ছাদ নেই। ডুবন্ত শহর জোশীমঠে এখন চলছে উদ্ধার কাজ। নতুন করে কোনও বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন সবসময় নজর রেখেছে পরিস্থিতির ওপর। এমনকী উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীও রাত কাটিয়েছেন ভিটেহীন মানুষদের সঙ্গে। ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ৪৫ কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজের ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। বিগত কয়েকদিনের মধ্যেই জোশীমঠের একাধিক বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ৭০০ পরিবার ঘরছাড়া। হোটেল থেকে বাড়ি-যেখানে যেখানে ফাটল দেখা দিয়েছে সেগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু গোটা জোশীমঠই কি বিপজ্জনক? মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয়দের উদ্দেশে বলেন, ‘‘অযথা চিন্তা করবেন না। শহরের মাত্র ২৫ শতাংশ বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে।’’ জোশীমঠের এই বিপর্যয়ের ফলে অনেকের মনেই বদ্রীনাথ যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আদৌ কি যাত্রা পথে এই শহরে থাকা যাবে? মুখ্যমন্ত্রী ধামী আশ্বস্ত করেছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বদ্রীনাথের যাত্রা পথে পুণ্যার্থীরা এই শহরে থাকতে পারবেন। তাঁর কথায়, ‘‘এমন একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে যে পুরো শহর ডুবতে বসেছে। উত্তরাখণ্ডে বিশাল সংকট চলছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।’’ এরপরই তিনি যোগ করেন, ‘‘এমনসব কথাবার্তা ছড়িয়ে উত্তরাখণ্ডের মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়াবেন না। আমরা প্রায়ই এই রাজ্যে নানান সংকটের মুখোমুখি হই। সেই বিপদের সঙ্গে লড়াই করি, কাটিয়েও উঠি। জোশীমঠের বিপর্যয়ও কাটিয়ে উঠব।’’ জোশীমঠে ভয়াবহ ভূমিধসের কারণে ঘরছাড়া হয়েছে সাতশো পরিবার। ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ ধ্বংসের মুখে। জোশীমঠের বিভিন্ন বাড়ি, হোটেলে গত ২ জানুয়ারি থেকেই ফাটল ধরতে দেখা গিয়েছিল। সেই ফাটল ক্রমশ চওড়া হয়েছে। তাতেই বিপত্তি। শুধু তাই নয় এখানকার সেনা ছাউনিতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেনা প্রধান জানিয়েছেন, সেনা ছাউনির ২৫ থেকে ২৮টি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেগুলি চিহ্নিত করে সেনাদের সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তাঁদের আউলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। জোশীমঠকে, বদ্রীনাথের গেটওয়ে বলা যেতে পারে। তাই পুণ্যার্থীদের কাছে এই শহরের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এই শহরের মানুষদের যাতে কোনও বিপদের মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকেও নজর রাখছে সরকার। ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের দেড় লাখ করে টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারমধ্যে ১ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্নপূরণে অনুপ্রাণিত করেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার টুইট করে লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্নপূরণে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেমকে একত্রিত করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী ভারতীয় মূল্যবোধের প্রচারও করেছিলেন। তাঁর জীবন এবং শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে এবং বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সব সময় অনুপ্রাণিত করে।

দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্পক্ষেত্রকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে ওঠার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১২জানুয়ারিঃএক উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টার ওপর ভারত বিশেষ জোর দিয়েছে। ভারতের ওপর আবার নতুন করে আস্থা স্থাপন করতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। তাদের সকলের কাছেই ভারত হয়ে উঠেছে এমন একটি দেশ যা বিশ্বের যোগান শৃঙ্খলকে স্থিতিশীল করে তোলার মতো ক্ষমতার অধিকারী। দেশের রাজ্যগুলি যদি এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আরও বেশি করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে বিশ্ববাসীর এই আস্থাকে আমরা পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারব কারণ, এ হল আমাদের সামনে এক বিশেষ সুযোগ। এজন্য নির্দিষ্ট গুণমান বজায় রাখার পাশাপাশি ' ভারতই প্রথম' - এই চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।আজ রাজধানীতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে ভাষণদানকালে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আরও বলেন, রাজ্যগুলির উচিত উন্নয়নমুখী প্রশাসন, বাণিজ্যিক কাজকর্মকে সহজতর করে তোলা, জীবনযাত্রার মানকে আরও সহজ অথচ উন্নত করে তোলা এবং শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা।ব্লক পর্যায়ে আকাঙ্ক্ষামূলক কর্মসূচির সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল জেলা পর্যায়ে আকাঙ্ক্ষামূলক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি মডেল গড়ে তোলা। ব্লক কর্মসূচির মধ্য দিয়েই তার শুভ সূচনা হতে পারে। এই লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কর্মীদের নিজ নিজ রাজ্যে কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। কয়েকটি রাজ্যে জেলা পর্যায়ের আকাঙ্ক্ষামূলক কর্মসূচির সাফল্যের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলিকে একটি ব্যবহারিক রূপ দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প উদ্যোগগুলিকে বিশ্বের বাজারে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য অর্থ, প্রযুক্তি, বিপণন উদ্যোগ ও দক্ষতা অর্জন সহ যা কিছু প্রয়োজন তা সম্ভব ও নিশ্চিত করে তুলতে হবে। ' পোর্টালটিতে আরও বেশি সংখ্যক এই ধরনের শিল্প সংস্থাকে যুক্ত করার বিষয়টিও আলোচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও উন্নত হয়ে উঠতে হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্পগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গুচ্ছ বা ক্লাস্টার গড়ে তোলার সাফল্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় তথা আঞ্চলিক পর্যায়ে উপাদিত পণ্যকে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই শিল্প সংস্থাগুলির জোটবন্ধন গা।ে তোলা দরকার। শুধু তাই নয়, অভিনব উৎপাদনগুলিকে যাতে জিআই ট্যাগের জন্য নথিভুক্তির ব্যবস্থা করা যায় সেই লক্ষ্যেও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এই বিষয়টিতে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, ' একটি জেলা, একটি উপাদিত পণ্য' - এই ধারণাটির আশ্রয় গ্রহণ করা। আর এইভাবেই স্থানীয় তথা আঞ্চলিক পর্যায়ে উপাদিত পণ্যের গুণমান সম্পর্কে আমরা নির্দ্বিধায় সকলের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারব। রাজ্যগুলিরও উচি তাদের শ্রেষ্ঠ উৎপাদিত সামগ্রীগুলিকে চিহ্নিত করে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট গুণমানে উন্নীত করা। এই প্রসঙ্গে ' অফ ইউনিটি'তে একতা মল-এর দৃষ্টান্তটি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। মাত্রাতিরিক্ত নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সময়কালের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে শ্রী মোদী বলেন, এক বিশেষ সংস্থার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য তথা জাতীয় পর্যায়ের হাজার হাজার জটিলতাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। বহু প্রাচীন এবং অপ্রচলিত আইনের অবলুপ্তির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর অনেকগুলিরই অস্তিত্ব ছিল স্বাধীনতার সময়কাল থেকে। এক সময় দেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে একটি নথি বারবার চাওয়া হত। এই জটিলতাকে দূর করার জন্য স্বপ্রত্যায়িত নথি দাখিল করা আজকের দিনে একান্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বর্তমানে ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠ সামাজিক পরিকাঠামোকে উন্নততর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানটির প্রসঙ্গও এদিন তুলে ধরে যায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সুষ্ঠু যোগান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ডেটা সুরক্ষা এবং এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে। তিনি বলেন, রাজ্যগুলির উচি এক শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা কৌশল গড়ে তোলা। কারণ মনে রাখতে হবে, বিনিয়োগ হল উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এক বিমাবিশেষ। তিনি সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত অডিট ব্যবস্থাপনা এবং সঙ্কট তথা বিপর্যয়ের মুহূর্তে উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনার ওপরও বিশেষ জোর দেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপকূল বরাবর ভারতের যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে সেখানে সহায়সম্পদের কোনও অভাব নেই। এর ফলে বিশেষ বিশেষ কিছু সুযোগও আমাদের রয়েছে। চক্রাকার অর্থনীতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' এলআইএফই' হল এমন এক বিশেষ কর্মসূচি যা পরিবেশগত জীবনশৈলীকে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী। এই প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যগুলির।আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ বিশেষ উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২৩ সালকে ' বাজরা বর্ষ' রূপে উদযাপনের কথা ঘোষণা করেছে। এই খাদ্যশস্যটি একদিকে যেমন পরিবেশ-বান্ধব, অন্যদিকে তেমনই যোগানের ক্ষেত্রেও তা ভবিষ্যতে এক নিশ্চিত খাদ্যসম্ভার আমাদের সামনে এনে দিতে পারে। বাজরা উৎপাদনের জন্য সমীক্ষা ও গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যগুলির। বাজরার প্রক্রিয়াকরণ, তা প্যাকেটজাত করা, বিপণন, ব্র্যান্ডিং, মূল্য সংযোজন - সবকিছুকেই সম্ভব ও নিশ্চিত করে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে যাতে গড়ে তোলা যায় ' মিলেট ক্যাফে'। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জি-২০-র যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রদর্শনীতে মিলেট তথা বাজরাকেও তুলে ধরার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।বিভিন্ন রাজ্যে জি-২০ বৈঠকের উদ্যোগ আয়োজনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ নাগরিকদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এজন্য ' নাগরিক সংযোগ' নামে এক বিশেষ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে মাদক ও নেশাদ্রব্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ, সন্ত্রাস এবং বিদেশের মাটি থেকে ভুল তথ্য পরিবেশনের মতো চ্যালেঞ্জগুলির সঠিক মোকাবিলার জন্য রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যসচিবদের সম্মেলনে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে আরও উন্নত করে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে, ' মিশন কর্মযোগী'র সূচনার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেন তিনি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির পর্যালোচনার বিষয়টি ভেবে দেখতে তিনি আর্জি জানান রাজ্যগুলির কাছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুখ্য সচিবদের এই সম্মেলন আয়োজন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৪ হাজার আধিকারিক নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এর মাধ্যমে কাজে লাগানো হয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার শ্রম দিবসকে। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলনকে সফল ও নিশ্চিত করে তুলতে সঠিকভাবে রাজ্যগুলিকে কাজ করে যেতে হবে। মুখ্যসচিবদের এই সম্মেলন থেকে যে প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি পেশ করা হবে তার ভিত্তিতে কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যোগী হতেও রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে এক সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসা উচিত নীতি আয়োগেরও।প্রসঙ্গত, গত বছর জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান যে ভারতকে জি-২০-র সভাপতিত্ব পদে বরণ, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার মতো সাফল্য অর্জন, নতুন নতুন স্টার্ট-আপগুলির দ্রুত নথিভুক্তি, মহাকাশ কর্মসূচিতে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো, জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির সূচনা এবং জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের অনুমোদনের মতো ঘটনা নিঃসন্দেহে আমাদের সাফল্যের পথে এক একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে।

এই প্রথম চারটি ভাষায় অভিধান প্রকাশিত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃএই প্রথম ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু- এই চারটি ভাষায় অভিধান প্রকাশিত হল। বুধবার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গনে বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হল উপাচার্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' চতুর্ভাষিক অভিধান' গ্রন্থটির। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলা আকাদেমির সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। জানিয়েছেন, বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত জ্যোতিভূষণ চাকির অকস্মা প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির এই মহতী প্রকল্প হঠা বন্ধ হয়ে যায়। আকাদেমির উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর এটি পুনরুজ্জীবিত হয় অধ্যাপক সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। একাধিক ভাষায় অধিকারসম্পন্ন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিড় মনোযোগে পূর্ণ করেছেন সকল অসম্পূর্ণতা, সম্পন্ন করেছেন সংযোজন সংশোধন, কখনো-কখনো আমূল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিলম্বিত হলেও অবশেষে এই চতুর্ভাষিক অভিধান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হল। গ্রন্থপ্রকাশে এই মুহূর্তে প্রয়াত জ্যোতিভূষণ চাকী-র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমাদের প্রত্যয়, এই অভিধান বাংলা অভিধান-চর্চায় বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠবে।সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শব্দসংগ্রহ ও সংকলন, পাণ্ডুলিপি-সংশোধন, ছাপা ইত্যাদি অতি দুরূহ পর্ব অতিক্রম করে নানাবিধ আপাত তুচ্ছ অথচ অপরিহার্য কাজের শেষে দীর্ঘ ছয় বছর পর চারটি ভাষার বিপুল সংখ্যক শব্দে ঋদ্ধ এই অভিধানের সংকলনকার্য সমাধা হল। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অভিধানটি হয়তো সামগ্রিক নির্ভুল নয়। এক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি জানা গেলে, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধিতরূপ গ্রন্থে যুক্ত করা হবে।এমন একটি সম্মাননীয় প্রকল্পের দায়িত্বভার দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পরিচালন পর্ষদকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিলম্বিত প্রকল্প, গ্রন্থ রূপে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর সক্রিয় ভূমিকার কথাও প্রসঙ্গে আকাদেমির কার্যনির্বাহী সভাপতি, তাঁকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছে।

শুভেন্দুকে পাল্টা খোঁচা শশী পাঁজার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর টিপ্পনিকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না তৃণমূল। পাল্টা তাঁকে খোঁচা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।বৃহস্পতিবার শশী পাঁজা সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে যান। বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পাল্টা শুভেন্দুবাবুকে জবাব দিয়ে বলেন, এঁদের বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানোর অধিকারই নেই। বিজেপি নেতার দীনতা দূর হোক। চৈতন্য হোক।উল্লেখ্য, এর আগে এদিন সকালে সিমলা স্ট্রিটে গিয়ে বিজেপি-র অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবু বলেন, শিমলায় এই শিক্ষা দেখে বাংলা থেকে প্রস্থান করতেন।

মহিলাকে খুনের পর কবর দেওয়া হল দেহ, দিল্লি পুলিশের জালে ৪ অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃরোমহর্ষক ঘটনা ঘটল দিল্লির মঙ্গলপুরী এলাকায়। বয়স ৫৪-র এক মহিলাকে খুন করার পর তাঁর দেহ কবরে পুঁতে দিল অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে প্রধান অভিযুক্ত মোবিন। গ্রেফতার করা হয়েছে কবরস্থানের কেয়ারটেকারকেও। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, কবরস্থানের কেয়ারটেকার ও মূল অভিযুক্ত মোবিন-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়ে দেহ কবর দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল কবরস্থানের কেয়ারটেকার।বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত মোবিন-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।৫৪ বছর বয়সী এক মহিলাকে খুন করার পর তাঁর দেহ কবরে পুঁতে দিয়েছিল অভিযুক্তরা। মৃত ওই মহিলার নাম-মীনা। মঙ্গলপুরী এলাকার একটি কবরস্থানে ওই মহিলার দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। ধৃতদের জেরা করার পর পুলিশ জানতে পারে মীনাদেবীর দেহ কবরে পুঁতে দিয়েছে তারা, এরপর বুধবারই ওই মহিলার দেহ কবর থেকে তোলা হয়।আউটার দিল্লির ডিসিপি হরেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, গত ২ জানুয়ারি মঙ্গলপুরী থানায় এক মহিলার নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। আমাদের টিম তদন্ত শুরু এবং তদন্তের সময় আমরা সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধার করেছি। আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করেছিলাম। ওই মহিলাকে খুনের অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত মোবিন, রেহান ও নবীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে গ্রেফতার করা হয় কবরস্থানের কেয়ার টেকারকে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্যই মহিলাকে খুন করেছে তারা।

ব্রাজিলের সরকারি ভবনে হামলায় এখন পর্যন্ত গ্রেফতার প্রায় ১৫৫০ জন

ব্রাসিলিয়া, ১২ জানুয়ারি ঃব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রিম কোর্টে তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় প্রায় দেড় (১৫৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশের পুলিশ। তারা সবাই দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো সমর্থক। এদিকে তাণ্ডবের ঘটনাকে ' সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' আখ্যা দিয়েছেন লুলা। সেই সঙ্গে দোষীদের শাস্তি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।সোমবার ফ্লোরিডার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলসোনারো। তবে ব্রাজিলের সরকারি ভবনগুলোতে আক্রমণের নিন্দা করেছেন তিনি। এক টুইট বার্তায় বলসোনারো জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, আইনকে সম্মান করা গণতন্ত্রের অংশ।তিনি আরও বলেছেন, সরকারি ভবনগুলোতে যে আক্রমণ ও ক্ষয়ক্ষতি করা হয়, ২০১৩ এবং ২০১৭ সালে বামদের দ্বারাও নিয়ম ভেঙে এ ধরনের কাজ করা হয়েছিল। সবসময় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছেন উল্লেখ করে বলসোনারো বলেন, আমি সবসময় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছি। আইন মেনে, গণতান্ত্রিক উপায়ে, স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের পবিত্র

ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের পরিস্থিতি বিরাজমান, মানুষের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করবইঃসিইসি রাজীব কুমার

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় অতীতে অনুষ্ঠিত সমস্ত ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ নির্বাচন কমিশন। তাই, আগামী বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবই, রাজ্য সফরে এসে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিস্থিতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য নির্বাচনের সাথে জড়িত সকলকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। হিংসামুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা চাইছে কমিশন।সিইসি রাজীবের বক্তব্য, দেশের অধিকাংশ রাজ্যে নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রবণতা কমেছে। ত্রিপুরায় এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে জোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, নির্বাচনের সাথে যুক্ত সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটারদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা হলে তাঁদের জবাব দিতে হবে। প্রয়োজনে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কড়া বার্তা, প্রথমে আসলে প্রথম সুবিধা মিলবে, এই পদ্ধতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করা হবে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দাবি, সমস্ত ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ইভিএম সংরক্ষণেও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। এমন-কি, সমস্ত চেকপোস্টে এবং নাকা পয়েন্টে ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দায়িত্বে থাকবেন অবজারভারগণ। প্রার্থী এবং পোলিং ও কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য নিরাপত্তা জেলাশাসক এবং জেলার পুলিশ সুপারগণ সুনিশ্চিত করবেন।এদিন তিনি জানান, নির্বাচনকে ঘিরে অভিযোগ জানানোর জন্য মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া ইভিজিল অ্যাপস-র মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে। তিনি বলেন, ৫০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে ওয়েব কাস্টিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে সমস্ত ক্যামেরা যাতে সচল থাকে, নির্বাচনী আধিকারিকদের তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত বুথে একজন করে মাইক্রো অবজারভার থাকবেন, তিনি কেন্দ্রীয় কর্মচারী হবেন।তাঁর সাফ কথা, নির্বাচনের সরব প্রচারের সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার পর কোনও ধরনের সভা কিংবা প্রচার করা যাবে না। এমন-কি নির্বাচনে বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে এমসিএমসি কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। তাঁর দাবি, ভুয়ো খবরের সত্যতা যাচাইয়ে টিম গঠন করা হবে। এক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, মাদক পাচার, বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মূল পাণ্ডাকে জালে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।রাজীব কুমারের দাবি, আগামী নির্বাচনে মহিলা, দিব্যাঙ্গ এবং নতুন ভোটারদের সশক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিস্থিতি রয়েছে। অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর আশ্বাস, শান্তিপূর্ণভাবে ত্রিপুরায় ভোট-উৎসব পালিত হবে। ভোটারদের পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সাথে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ্ন খুঁজে তাঁরা পাবেন না।তাঁর অনেকে স্বভাব। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি এবং অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ পেলে নির্বাচন কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে নির্বাচনের সাথে জড়িত সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তবে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য।এদিন তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন গতকাল সমস্ত রাজনৈতিক দল, জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশের মহানির্দেশক, মুখ্যসচিব সহ অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়েছে কমিশন। এতে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন সঠিকভাবে করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাঁর কথায়, কমিশন ত্রিপুরায়

স্বামীজীর বিচারধারা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের বিচারধারা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবে।১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর জীবনাদর্শ সর্বদা দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মহান চিন্তা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবে।

ব্যবসায়িক ভিসা জারির বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদীঃপীযূষ গোয়েল

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মার্কিন প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবসায়িক ভিসা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আমেরিকা যেতে চান, এমন মানুষজন এর ফলে উপকৃত হবেন। ওয়াশিংটনে ত্রয়োদশ ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত মঞ্চের বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ব্যবসায়িক ভিসা জারির বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী। এতে সময়কম লাগলে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ব্যবসায়িক ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে গতি বাড়ানোর জন্য আমরা আমেরিকার কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থে আসা মানুষজনের তাতে উপকার হবে। পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, পেশাদার এবং দক্ষ শ্রমিক, পড়ুয়া, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীদের চলাচল দুই দেশের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে, যা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

দেশের উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু একইসঙ্গে অনিশ্চিতঃসেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃচিনের সঙ্গে এলএসি-তে পরিস্থিতি স্থিতিশীল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত। মন্তব্য করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডে বলেছেন, উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি স্থিতিশীল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত। আমরা সাতটি সমস্যার মধ্যে পাঁচটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সামরিক ও কূটনৈতিক উভয় পর্যায়েই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। যে কোনও ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট রিজার্ভ রয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে বলেছেন, যতদূর জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়,

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির সংঘর্ষবিরতি বোঝাপড়া ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসের পরিকাঠামোগত আন্তঃসীমান্ত সমর্থন এখনও রয়ে গিয়েছে। উত্তর-পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনাপ্রধান বলেছেন, উত্তর-পূর্বের বেশিরভাগ রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নমূলক প্রয়াসের ভালো ফল এসেছে।

৫১ দিনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ 'গঙ্গা বিলাস'-এর সূচনা ১৩ জানুয়ারি, মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃবিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদতরী 'গঙ্গা বিলাস'-এর উদ্বোধন হতে চলেছে ১৩ জানুয়ারি, শুক্রবার। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এম ভি গঙ্গা বিলাস-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রমোদতরীকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই, এই প্রমোদতরী দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছেন। এই প্রমোদতরীতে রয়েছে ফাইভস্টার হোটেলের সমস্ত সুবিধে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজে মোট ১৮টি ঘর রয়েছে। এছাড়াও ক্রুজে রয়েছে জিম, স্পা সেন্টার, লেকচার হাউস, লাইব্রেরি।গঙ্গা বিলাসে ভ্রমণ যেন বিরক্তিকর না হয়, তাই ক্রুজ যান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জিম ইত্যাদির সুবিধা থাকবে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজ হবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে বক্সার, রামনগর,

গাজিপুর পেরিয়ে পাটনা পৌঁছবে গঙ্গা বিলাস। সেখান থেকে ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছবে। বাংলাদেশ থেকে গুয়াহাটি হয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করবে বৃহত্তম প্রমোদতরী। অসমের ডিব্রুগড়ে যাত্রা শেষ হবে। ক্রুজটি ২৭টি নদী প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবে। ৫১ দিনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণে ৩,২০০ কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দেবে প্রমোদতরী। প্রসঙ্গত, প্রমোদতরী 'গঙ্গা বিলাস'-এর সূচনা করার পাশাপাশি বারাণসীতে গঙ্গার তীরে একটি 'টেন্ট সিটি' উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

ডিএ মামলার বেঞ্চ বদল সুপ্রিম কোর্টে, সোমবার শুনানি বিচারপতি রায় এবং বিচারপতি মাহেশ্বরীর বেঞ্চে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃসুপ্রিম কোর্টের নতুন বেঞ্চে গেল পশ্চিমবঙ্গের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলা। মামলাটি গিয়েছে বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি হৃষীকেশ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। আগামী ১৬ জানুয়ারি, সোমবার এই মামলার শুনানি হবে।২০২২ সালের ডিসেম্বরে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। প্রায় এক মাস পর নতুন বেঞ্চে গেল পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলা। প্রসঙ্গত, বিচারপতি দত্তের আগে বিচারপতি মাহেশ্বরীর ডিএ মামলার বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি রায়ের সঙ্গে।

ইরানে হিজাব-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত আরও ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

তেহরান, ১২ জানুয়ারি ঃ ইরানে হিজাব-বিরোধী আন্দোলনের যুক্ত আরও তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল দেশটির আদালত। সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আন্দোলন চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্যকে হত্যা করেছেন বলে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন হলেন- সালেহ মিরহাসেমি, মাজিদ কাজেমি ও সাঈদ ইয়াগবি। সোমবার তাদের এই মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনান হয়। তারা আদালতে ফের আবেদন জানাতে পারবেন। এ তিন জনের চার্জশিটে লেখা হয়েছে ' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এ ঘটনায় জড়িত হওয়ার অপরাধে আরও দু'জনের জেল হয়েছে।চার মাস আগে হিজাব ইস্যুতে গ্রেফতার হওয়ার পর মাহসা আমিনী। ১৬ সেপ্টেম্বর পুলিশি হেফাজতে তার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। এরপর ইরানে হিজাব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করছে দেশটির সরকার। বেশ কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২৮পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৮ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০৬ড্রিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৩.০২ড্রিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৮৪শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৭টা ২০মিনিট। ভাটা- সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ১০মিনিটেঁর মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই

রাশিফল

মেষ রাশিঃ অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে
বৃষ রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। শুভদিন হবে।
মিথুন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন।
কর্কট রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। শুভদিন
সিংহ রাশিঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। বিবাহের যোগ হবেই।
কন্যা রাশিঃএকটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন হবে ।শুভদিন
তুলা রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে । অর্থ ব্যয়।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বযত্ন লালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে।
ধনু রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় হবে
মকর রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন।
কুম্ভ রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। বিবাহের যোগ।
মীন রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। আপনার

সারা দেশের সাথে বেলুড় মঠেও স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিবস পালিত হল

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার দেশ জুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিবস পালিত হল। একই সাথে এই দিনটি ৩৯ তম যুব দিবস হিসেবেও পালিত হলো বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে প্রতি বছরের মতো নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল ক্লাব এবং মঠের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে গান করতে করতে বেলুড় মঠে আসেন। তারা স্বামীজীর মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করে বেলুড় মঠ প্রদক্ষিণ করেন। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকেই বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বসারানন্দজি মহারাজ। এদিন বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়, বেলুড় মঠের ছাত্রবৃন্দ বৈদিক মন্ত্রচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর সালকিয়া মৃগেন্দ্র দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত গান। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের স্বামী উর্জিতানন্দজি মহারাজ প্রস্তাবনা পাঠ করেন বাংলায়। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক স্বদেশমন্ত্র পাঠ হয়। বেলুড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এরপর সঙ্গীতে অংশ নেন। এরপর ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী সর্বনাথানন্দজি মহারাজের হিন্দিতে প্রস্তাবনা পাঠ। এরপর চকপাড়া পূর্ব পল্লীসমাজ হাইস্কুলের ছাত্ররা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর ছিল রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের ছাত্রদের বক্তৃতা। এদিন সভাপতির ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বসারানন্দজি মহারাজ। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দিরের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সমাপ্তি সংগীত পরিবেশিত হয়। এ ছাড়াও এদিন রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের ছাত্ররা যোগব্যায়াম প্রদর্শনে অংশ নেন বলে জানা গেছে। আগামী ১৪ তারিখ, শনিবার বেলুড় মঠে হবে মূল অনুষ্ঠান। ওইদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠান পালিত হবে।

শিশুমৃত্যুর হার কমাতে রাজ্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ শিশুমৃত্যুর হার শূন্যে নামিয়ে আনতে রাজ্য সরকার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের লাগাতার প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতার সমস্ত মেডিকেল কলেজ থেকে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ কে নিয়ে একটি দল গঠন করা হবে। যারা এই বিষয়টি দেখভাল করবেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এক নির্দেশিকায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ আরজিকর মেডিকেল কলেজ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল এবং চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের অধ্যক্ষ ও সুপারদের পাঁচজন করে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ তারিখ স্বাস্থ্য ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানে নিরিখে এ রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার কম। দেশে যেখানে শতকরা ২৪.৯ শতাংশ নবজাতক মৃত্যুর কবলে পড়ে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটি ১৫.৫ বলে ওই রিপোর্টে উল্লেখ একইভাবে শিশুমৃত্যুতে দেশের শতকরা হার ৩৫.৫ হলেও বাংলায় তা ২২ শতাংশ। পাঁচবছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রেও গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছবিটি অনেক উজ্জ্বল। দেশে ওই হার যেখানে ৪১.৯ শতাংশ সেখানে বাংলায় তা ২৫.৪ শতাংশ। ২০১৯-২১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে।

সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে পাখি উৎসব, ৭ থেকে শুরু হয়ে চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১২ জানুয়ারি ঃ এই প্রথম সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে পাখি উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগ ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই পাখি উৎসব। সুন্দরবনের সজনেখালিতে এই বার্ড ফেস্টিভ্যালের সূচনা হবে। দেশ-বিদেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে পাখি প্রেমীরা এই পাখি উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অজয় কুমার দাস এই বার্ড ফেস্টিভ্যালের উদ্যোগের কথা জানান। এই পাখি উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের কাছে সুযোগ থাকবে সুন্দরবনের গহন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখার, ছবি তোলার। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরবনে যে ৩০০-র বেশী প্রজাতির পাখি রয়েছে সেগুলিকে শনাক্ত করা এবং নতুন কোনও প্রজাতির পাখি সুন্দরবনের জঙ্গলে এসেছে কিনা সেগুলি নথিভুক্ত করা। পাশাপাশি সুন্দরবনের প্রকৃতি, পরিবেশ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে এই পাখি উৎসবের মধ্য দিয়ে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প জানিয়েছে, অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই বার্ড ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার জন্য। ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বন দফতরের তিনটি ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। প্রতি অংশগ্রহণকারীকে এজন্য ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে বন দফতরকে। মোট ২৪ জনকে অনুমতি দেওয় হবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে। প্রতিদলে ছয়জন করে থাকবেন মূল উদ্দেশ্য, সুন্দরবনের ইউনিক ইকোলজি সম্পর্কে জানা এবং কি কি পাখি বর্তমানে সুন্দরবনে আছে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে এই উদ্যোগ। শুধু পাখি নয়, সুন্দরবনে যে নানা সংখ্যক প্রাণী রয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও ধারণা পেতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মোট ছটি দলে ভাগ হয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরবেন পাখি প্রেমীরা। প্রতিটি দলে একজন পাখি বিশেষজ্ঞ থাকবেন এবং একজন গাইড থাকবেন। তিনদিন ব্যাপী সুন্দরবনের নদী, খাঁড়িতে ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত পাখির দেখা মিলবে সেগুলি সম্পর্কে ১০ ফেব্রুয়ারি সজনেখালিতে ফিরে সকলেই সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। তাঁদের তোলা ছবি এবং তথ্য যাচাই করে ফাইনাল তালিকা তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা।

বিবেকানন্দের জন্ম দিবস পালন ও দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে মাখলায় কেরানী ডাঙ্গা এলাকায় রামকৃষ্ণ সংহতি পার্কে বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয় পরিচালনায় রামকৃষ্ণ সংহতি পার্কের সদস্যবৃন্দ। জানা গেল, ২০২১ সালে এখানে একটি বড় নালা ছিল ও পরিত্যক্ত জমি ছিল সেই সব সংস্কার করে ওই পরিত্যক্ত জমিতে একটি সুন্দর পার্ক করা হয় ২০২১ সালে ১২ জানুয়ারি। বীরেশ্বর বিবেকানন্দের জন্ম দিবসে এই পার্কের উদ্বোধন করা হয় দু'বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে এই পার্কে বিবেকানন্দের মূর্তিতে সদস্যরা মাল্যদান করেন। উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দেন। এছাড়াও উত্তরপাড়া পৌরসভা সিআইসি ইন্দ্রজিত ঘোষও স্বামীজীর মূর্তিতে মালা দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে অন্ধকার থেকে এনেছিলেন আলোতে তিনি আমাদের মহান ব্যক্তি সেই সময় ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে হিন্দু ধর্ম নিয়ে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিত ঘোষ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ অনেক মহান ব্যক্তি ছিলেন তিনি ভারতবর্ষকে আশার আলো দেখিয়েছিলেন তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছিলেন ভারতবর্ষে। ১৮৯৩ সালে তিনি হিন্দু ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় অসাধারণ বক্তৃতা দিয়ে যা সারা বিশ্বে তোলপাড় হয় তার বাণীতেই আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে তিনি যুব সমাজের আইডল। এদিন দুঃস্থ মানুষদের কম্বল দেওয়া হয় খাবার দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ বেশ কিছু কাউন্সিলর ও অতিথিবৃন্দ এবং বাঘাযতীন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনায় উত্তরপাড়া পৌরসভা।

'দিদির দূত' প্রকল্পকে একহাত দিলীপ ঘোষের

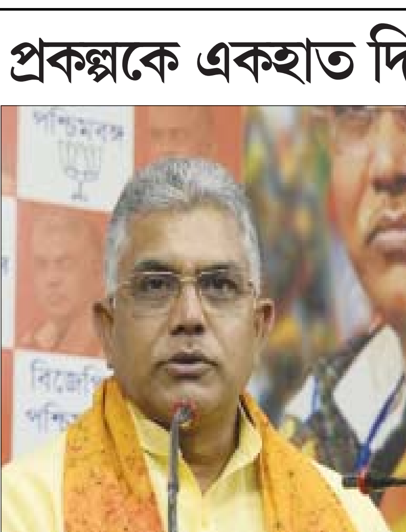

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ 'দিদির দূত' প্রকল্পকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, দিদির দূত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদির দূতেরা গেলে ভগ্নদূত হয়ে ফিরবেন। মন্ত্রী গেলে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করছেন গ্রামবাসীরা। কোথাও কোনও দিদির দূতের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর দিদির দূতেরা গেলে ভগ্নদূত হয়ে ফিরবেন। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে কর্মসূচির টক্কর। 'দিদির সুরক্ষা কবচ' নিয়ে ময়দানে তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচন মানে গ্রামবাংলার ভোট। সেই পরীক্ষায় পাস করতে, এবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তৃণমূল। বাংলার গর্ব মমতা, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়-এর পরে শুরু হয়েছে দিদির সুরক্ষাকবচ কর্মসূচি। ১১ জানুয়ারি থেকেই এই কর্মসূচি নিয়ে পথে নেমেছে তৃণমূল। ঠিক হয়েছে, ১৫ টি সরকারি প্রকল্পের প্রচারে, বাংলার ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেন দিদির দূতেরা। শহর থেকে গ্রাম রাজ্য সরকারের ১৫ টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সবাই পাচ্ছেন কি না, তা জানতে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবেন তৃণমূলের জন প্রতিনিধিরা। স্থানীয় মানুষদের কাছে তাঁরা জানতে চাইবেন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-অভাব-অভিযোগের কথা। কর্মসূচির মধ্যে থাকছে, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের বিষয়টিও। এর পাশাপাশি তৃণমূলের জন প্রতিনিধিরা স্থানীয় অফিস, হাসপাতাল-সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করবেন। আলোচনা হবে স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্গে। দিনের শেষে তাঁরা দলেরই কোনও কর্মীর বাড়িতে নৈশভোজ এবং রাত্রিযাপন করবেন। কর্মসূচির পরবর্তী ধাপে দিদির দূতরা পৌঁছে যাবেন বাড়ি বাড়ি। এর আগে দিদির দূত কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দিল্লির দূতরা এখন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক, বিডিও অফিসেও পৌঁছে যাচ্ছে দিল্লির দূত। সেই ভয়ে তৃণমূলের নেতারা থরহরিকম্প। মানুষ শীতে কাঁপছে, তৃণমূল সিবিআইয়ের ভয়ে কাঁপছে। দিদির সুরক্ষাকবচ এখন তৃণমূলের নেতাদের লাগবে।' অন্যদিকে, পাল্টা কটাক্ষ করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, আমাদের হচ্ছে দিদির দূত আর মোদীর যমদূত।''

পারদ নামতেই মহানগরীতে ফের বাড়ল ঠাণ্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্জার প্রভাব এখনও সেভাবে পাল না পশ্চিমবঙ্গেও, আর তাই ফের নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। যদিও, আগামী কিছু দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে, ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। তার আগে বৃহস্পতিবারও চেটেপুটে শীত উপভোগ করল বঙ্গবাসী। মহানগরীতে ফের বাড়ল শীতের আমেজ, কনকনে শীতে কাঁপল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। পারদ-পতন হতেই বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীত বেড়েছে, তবে ঠান্ডার মেজাজে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে সমান তালে টেক্কা দিচ্ছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার ও বীরভূমের মতো জেলাগুলি। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও বৃহস্পতিবার সকালে বেশ ভালোই ঠান্ডা ছিল।

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে নাবালিকা মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি বসিরহাটের সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটুলিয়া গ্রামে। নিহত নাবালিকা মেয়ের নাম রিয়া সর্দার (১৭)। সে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে রিয়ার বাবা স্বপন সর্দার ও মা মানেকা সর্দার বাড়িতে ছিলেন না। খালি ঘরে নাইলনের দড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী। এরপর স্বপন আর মানেকা বাড়িতে ফিরে দরজায় ধাক্কা দিলেও রিয়া রুমের দরজা না খুললে তাদের সন্দেহ হয়। এরপর ঘরের দরজা ভেঙ্গে রিয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তারা। খবর পেয়ে সন্দেশখালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটিকে হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায়। সন্দেশখালি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা বাড়াতে দুর্ঘটনা প্রবণ স্ট্রেচ ও ব্ল্যাকস্পটগুলি দূর করার উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা বাড়াতে দুর্ঘটনা প্রবণ স্ট্রেচ ও ব্ল্যাকস্পটগুলি দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই কাজের জন্য দুর্ঘটনা প্রবণ স্ট্রেচ ও ব্ল্যাকস্পটগুলি চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৭১৬ টি ব্ল্যাকস্পট দূর করা হয়েছে। বাকি ১ হাজার ২৯৮ টি ব্ল্যাকস্পট দূর করার কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া এই নিরাপত্তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে একজন সড়ক নিরাপত্তা আধিকারিক নিয়োগ করেছে। জাতীয় সড়কে যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, মসৃণ এবং নির্বিঘ্নে চলাচল সুনিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

হরিণের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে কুলতলিতে পাকড়াও দুই

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১২ জানুয়ারি ঃ হরিণের চামড়া-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম কানাই দাস ও সুন্দর নস্কর। বুধবার রাতে কুলতলি থানার কৈখালী থেকে গ্রেফতার করা হয় এই দু'জনকে। পুলিশি জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে হরিণ শিকার করেছে তারা। সেই হরিণের মাংস বিক্রি করেছে আগেই। এবার হরিণের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্তরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই সুন্দরবনে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে চোরা শিকারীরা। বন দফতরের উদাসীন মানসিকতা এবং জঙ্গলে নজরদারির অভাবেই চোরা শিকারীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে এই বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

হাওড়ায় দাসনগরে ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ হাওড়ায় দাসনগরে ছাত্রের রহস্য মৃত্যু। বহুতলের ছাদ থেকে নিচে পা।ে গুরুতর জখম ওই স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হলো। পুলিশ জানিয়েছে, ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায় ওই ছাত্র। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। মৃতের নাম গণেশ ঘোষ। দাসনগরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র ছিল সে। পড়তো দ্বাদশ শ্রেণিতে। ঘটনার তদন্ত চলছে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ছাত্রের পরিবারের তরফ থেকে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃত ছাত্রের পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে সেই অনুযায়ী কেস শুরু করা হবে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার। বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এদিকে, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধুরা তাকে বুধবার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। রাতেই হাওড়ার দাশনগরের ভি রোডের একটি ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে পড়ে যায় ওই ছাত্র। তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি গনেশ খুব ভাল ছেলে ছিল। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা বুঝতে পারছেন না কেউই। রহস্যমৃত্যু নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

সংক্রমণ ঠেকাতে বিমানে মাস্ক পরার পরামর্শ ডব্লিউএইচওর

জেনেভা, ১২ জানুয়ারি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছ।য়ে পড়েছে ওমিক্রনের সাব ভ্যারিয়েন্ট। তাই ভাইরাস মোকাবিলায় দেশগুলোর যাত্রীদের দীর্ঘ ফ্লাইটে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও)। এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ডব্লিউএইচও-এর ইউরোপীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউরোপের এক্সবিবি.১.৫ সাব ভ্যারিয়েন্ট ছোট হলেও ক্রমবর্ধমান বলে শনাক্ত হয়েছে। তাই ইউরোপের ক্ষেত্রেও বিধি মেনে চলা দরকার। ইউরোপে দায়িত্বে থাকা ডব্লিউএইচও-এর সিনিয়র জরুরি কর্মকর্তা ক্যাথরিন স্মলউড বলেছেন, দূরপাল্লার ফ্লাইটগুলো মত উচ্চ- ঝুঁকিপূর্ণ সেটিংসে যাত্রীদের মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া উচিত। এমনকি যেকোনও জায়গা থেকে আসা যাত্রীদের এই নিয়ম মেনে চলা উচিত। তাহলে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে না। ওমিক্রনের এক্সবিবি.১.৫ সাব ভ্যারিয়েন্ট সবচেয়ে বেশি সংক্রমণযোগ্য বলে শনাক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, ৭ জানুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ২৭.৬ শতাংশ সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য দায়ী এ ভ্যারিয়েন্ট। ক্যাথরিন স্মলউড আরও বলেন, সংক্রমণ ঠেকাতে যদি দেশগুলোতে গুরুতর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে ভ্রমণের বিধিগুলো মানতে কোনো বৈষম্য রাখা ঠিক নয়। এর অর্থ এই নয় যে, সংস্থাটি এই পর্যায়ে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা যাত্রীদের জন্য পরীক্ষা করার সুপারিশ করেছে, তিনি যোগ করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় পেছোচ্ছে অভিষেক-রুজিরার আবেদনের শুনানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ ইডির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ফের পেছল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরার আবেদনের শুনানি। শুক্রবার তাঁর মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, সেই সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইট। অনেক সময়ই শুনানির সম্ভাব্য দিন পরিবর্তন হয়ে যায়। কোনও এক পক্ষের আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার শুনানির দিনবদল নিয়ে আর্জি জানাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আদালত মামলার শুনানি এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারে। ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি শুনানির তালিকায় মামলাটি নথিভুক্ত হতে পারে। এই দিনটিকেই মামলার সম্ভাব্য শুনানির দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। ওই দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হতে পারে অভিষেকের আবেদনের। গত বছর ডিসেম্বর মাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ১৩ জানুয়ারি এই মামলার 'সম্ভাব্য শুনানির দিন' বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এখন আবার মামলার শুনানির 'নতুন সম্ভাব্য দিন' জানাল শীর্ষ আদালত।

হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিবেক সংহতি পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিবেক সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ওই পদযাত্রার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। পদযাত্রা শুরু হয় হাওড়া ডুমুরজলার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে থেকে। এরপর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হাওড়ার মল্লিক ফটকে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রায় জেলার নেতৃত্ব ছাড়াও কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক অংশ নেন। অন্যদিকে, এদিন স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবসে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে হাওড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে পিলখানা থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত এক সুবিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলার যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার সমস্ত কেন্দ্রের বিধায়ক এবং জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কয়েক হাজার কর্মীবৃন্দ।

বেলুড়ে বেআইনি হুক্কা বারের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের, গ্রেফতার ৭

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার বেলুড়ে বেআইনি হুক্কাবারের বিরুদ্ধে বুধবার অভিযানে নামে পুলিশ। সেখান থেকে গ্রেফতার হন এক মহিলা সহ ৭ জন। বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বেলুড় থানা এলাকায় পুলিশ ওই অভিযান চালায়। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে বেলুড় থানার পুলিশ বাহিনী জি টি রোডের একটি রেস্তোঁরায় অভিযান চালিয়ে ওই সাত জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার মহঃ জুনাইন (১৯), গোলাবাড়ি থানা এলাকার বেদান্ত পুরোহিত (২৪), কলকাতা ইকবালপুরের চন্দন কুমার সাউ (২৯), বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডের বিরাজ সিং (৩০), কলকাতা জোড়াসাঁকো এলাকার আমন কাপুর (২৬), কলকাতা সাউথ পোর্ট এলাকার অমিত কুমার দাস (২৭) এবং হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার ঈশিকা সিং (২২)।অভিযোগ এরা বেআইনিভাবে হুক্কা বার চালাচ্ছিল। কোনও বৈধ নথি দেখাতেও এরা ব্যর্থ হয় বলে পুলিশের দাবি। বেলুড় থানার পুলিশ এই ঘটনায় একটি সুওমোটো মামলা রুজু করে। বিভিন্ন ধারায় মামলা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বেআইনি হুক্কা বার চলছিল। বুধবার বেলুড় থানার পুলিশের একটি দল সেখানে হানা দেয়। হুক্কা বার চলাকালীন হাতেনাতে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়।

সল্টলেকের ঝুপড়ি মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৫ ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ সল্টলেক এফ ডি ব্লকের ঝুপড়ি মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ আগুন লাগে। শতাধিক দোকান ইতিমধ্যেই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে খবর। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। হাওয়া থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ভোলানাথ পাইক নামে এক দোকানদার আহত হয়েছে সিলিন্ডার বার্স্ট করে। তাঁকে ইতিমধ্যেই বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, স্থানীয়রাই প্রথম এই আগুনের হদিস পান। দ্রুত খবর যায় দমকলে, আসে পুলিস। কী থেকে আগুন সেটি এখনই স্পষ্ট নয়। আপাতত দমকলের পাশাপাশি স্থানীয়রাও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এলাকাটি বাজার এলাকা এবং ঘিঞ্জি। ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে অনুমান, এই সমস্ত এলাকায় যে সব দোকান রয়েছে, তাতে একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার মজুত থাকে। তারমধ্যে কোনওটার বিস্ফোরণে এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এলাকাবাসী আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছেন। আগুন বাড়তে থাকায় একে- একে ৫ ইঞ্জিন পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। যদিও দমকল মন্ত্রী সুজিত বোসের দাবি, ১২ টা ইঞ্জিন কাজ করেছে। একটি তৃণমূলের পার্টি অফিস ছিল সেটাও পুড়ে গেছে। এখানে একটা ডেকরেটার্সের গোডাউন ছিল সেখান থেকে আগুনের উৎস। চারটের মত দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। সল্টলেক এফ ডি মার্কেটে আগুনের ঘটনাস্থলে বিধাননগরের পুলিস কমিশনার গৌরব শর্মা।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন

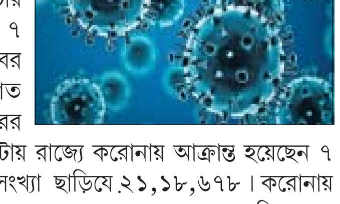

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য জুড়ে সামান্য কম রয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা । গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন । বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে । স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন । যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৭৮ । করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে মোট মৃত্যু হয়েছে ২১,৫৩২ জনের । একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ । ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৯০ । রাজ্যে সুস্থতার হার ৯৭.৯৮ শতাংশ । একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২,৪১৬ জনের । রাজ্যে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৯৯০,৭৫২ ।

গঙ্গাসাগরে এসে হৃদরোগে মৃত্যু ভিনরাজ্যের প্রৌঢ়ের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১২ জানুয়ারি ঃ ভিনরাজ্য থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম ধরম পাল (৫৮)। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, এদিন নামখানার নারায়ণপুরে তিনি বাসে করে এসে পৌঁছান। বাস থেকে নামার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নামখানা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ কাকদ্বীপের হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। এবছরই মেলায় প্রথম পুণ্যার্থীর মৃত্যু হল। প্রসঙ্গত, গত ১০ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়েছে। ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি পুণ্যস্নান। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, এবার গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, দুর্ভাগ্যবশত কেউ প্রাণ হারালে তাদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা ব্যবস্থা করানো হয়েছে। রয়েছে আরও প্রচুর ব্যবস্থা। ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি চলবে মেলা। ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি পুণ্যস্নান। প্রতিবারের মত এবারও লক্ষাধিক পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগর মেলায় ভিড় জমাবেন বলেই আশা প্রশাসনের। যাতে কোনও অশান্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতে সতর্ক নবান্ন।

গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে রাজ্যের সহযোগিতা প্রয়োজন ঃ শান্তনু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রযোজন বলে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, এই কাজে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। গঙ্গা ভাঙন রোধে কেন্দ্র কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ এনেছেন তা খারিজ করে মন্ত্রী জানান, সম্প্রতি গঙ্গার উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্য সরকার প্রস্তাব না পাঠালে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি এই কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ড্রেজিং সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন ড্রেজিং একটি বড় সমস্যা। দক্ষিণ-পশ্চিমের নদীগুলিতে পলি বেশি জমে থাকে। গঙ্গা যেহেতু দীর্ঘ পথ ধরে বয়ে চলেছে তাই সেখানে পলি জমার সমস্যা চলতেই থাকে। আগে জাহাজ চলাচল কম হতো বলে এই সমস্যা কম ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে যাওয়ায় পলি পড়ার সমস্যাও বেড়েছে। এই সমস্যা দূর করতে বন্দর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জরুরী বৈঠক করেন। তিনি বলেন, বন্দরের কি উন্নয়ন হয়েছে এবং কোথায় খামতি রয়েছে, সাগরমালা প্রকল্প, আভ্যন্তরীণ জলপথ বিস্তার সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, বিশ্বের ১৩ শতাংশ বাণিজ্য ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আগামী দিনে তা ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পি এল হরনাদ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে নগদ টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে নগদ টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধরা পড়ল তিন যুবক। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর সিটিসেন্টারে ডিএমসি মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তিন যুবক ওড়িষ্যা ও বীরভূমের বাসিন্দা। অন্যান্য দিনের মত এদিন রুটিন তল্লাশি চলছিল। ওইসময় একটি মোটরবাইকে আটক করে। পুলিশ দেখে তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, বাইকসহ পড়ে যায়। তখনই পুলিশ তিনজনকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে। তাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা সহ একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। ধৃতদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করে পুলিশ। কোথায় কি উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ পৌষ ১৪২৯

যুবাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে

সম্পাদকীয়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে সারা ভারত জুড়ে পালন করা হয়ে থাকে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে পরাধীন ভারতকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করতে পারবে ভারতের যুবকেরা। তার জন্য চাই যুব শক্তি। যুবকদের শক্তি অর্জন করতে হবে। মহিলাদের শক্তি অর্জন করতে হবে। মহিলাদের শক্তি অর্জনের জন্য তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতের মহিলা একেবারে নিরক্ষর। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি ভারতে আসার আহ্বান করেন। তিনি মনে করতেন ভারতের যুবকের শক্তিশালী না হতে পারলে কখনই ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা যাবে না। সেই কারণে তিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ না করে ফুটবল খেলতে। ফুটবল খেললে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ তৈরি হবে। ইংরেজরা শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল বলেই তারা আজকে সারা পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। বুদ্ধি এবং শক্তি দুই থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালির বুদ্ধি আছে। কিন্তু শারীরিক শক্তি নেই। শারীরিক শক্তি না থাকলে মানসিক শক্তি জাগরিত হবে না। সেই কারণে তিনি বারবার বলেছেন, পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করতে। লঠি খেলতে। ছোরা খেলতে। লাঠি ছোরা খেলা শিখতে পারতে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ফুটবল খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ইংরেজ সেনা দলতে পরাস্ত করে প্রথম আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেছিল। তাতে জাতীয় জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। সেই বছর ইংরেজ সরকার কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে কলকাতায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানি থাকাটা একেবারে নিরাপদ নয়। বিবেকানন্দ দূরদষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আজকে যা চিন্তা করতেন তা আগামি দিনে দেখতে পাওয়া সম্ভব হতো। তিনি বর্তমান ভারত সম্পর্কে যেসব কথা বলে গিয়েছিলেন আজকে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের সংস্কৃতি এখন একটি জিজ্ঞাসার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে ভারতবাসীদের। অন্য কেউ সেই উদ্ধারের পথ তৈরি করে দেবে না। বিবেকানন্দ বারবার একটি কথা বলতেন, ‘উঠো জাগো’। জাতিভেদ প্রথাকে দূর করতে হবে। মানুষের কোনও জাত থাকে না। জাতিবেধ প্রথা থাকার ফলে ভারতীয়রা আজকে জাগতে পারছে না। তারা অপমানিত হতে শুরু করে দিয়েছে নিজেদের দেশর লোকেদের কাছে। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এখন নিম্নবর্ণের মানুষদের পদদলিত করে রাখরা চেষ্টা করছে। তাতে ভারতে শক্তি ক্ষয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে মহান করতে তুলতে গেলে একযোগে কাজ করতে হবে। হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। পুজো করে কোনও লাভ হবে না। ঈশ্বরকে মনে প্রাণে ডাকলেই তিন সহযোগিতার হাত বাড়িযে দেবেন। পিতামাতাকে ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পিতা মাতার কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যেভাবে চলতে বলছে সেইভাবে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে মনকে। মনের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। বিদেশি শক্তির কাছে ভারতীয় শক্তি পরিচয় দিতে হবে। পরাধীন ভারতের লজ্জাকে একেবারে মোচন করতে ভারতীয় যুবকদের সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই যুব শক্তির ওপরে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর বত্তৃতায় তিনি বিবেকানন্দের আদর্শের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। মানব সেরা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের অধিকাংশ বাসিন্দারা একেবারে আধখাওয়া অবস্থায় বসবাস করছে। তাদের দুঃখকে আগে মোচন করতে হবে। তারা যে দুর্দশার মধ্যে বসবাস করছে তার আগে সমাধান করতে হবে। তাদেরকে শক্তিশালী করতে হবে। কৃষকদের শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি বারতবাসীদের শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হতে হবে। দেশের উন্নয়নের কাজে মনসংযোগ করতে হবে। তাহলে ভারত মহান হবে। স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতকে মহান করা যায় না। ভারতকে মহান করতে গেলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক যোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণার মান বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই করতে হবে। লড়াই করে জিততে হবে। নাহলে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। পরাজিত হলে চলবে না। ইংরেজরা পরাজয় কাকে বলে জানে না। তারা বারবার জয়ী হয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাদের বুদ্ধি এবং শারীরিক মানসিক শক্তি। এই তিন শক্তি তারা সংগ্রহ করেছে শিক্ষা থেকে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তি সঞ্চয় করার সূত্র ধরতে হবে। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। সাহিত্য চর্চাসহ সাংস্কৃতিকচর্চার যেমন শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চারও বৃদ্ধি করতে হবে। সেই কারণে ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ ত্যাগ করে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে মিশতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের হাত ধরে ছিলেন। বাংলার বিপ্লববাদকে সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারপরে তিনি বিজ্ঞান চর্চাকে আরও শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য বোস ইন্সটিটিউট স্থাপন করার ব্যাপারে উৎসাহী হন। তিনি বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বোস ইন্সটিটিউট তৈরি করেন। তার একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল যুবকেরা বিজ্ঞান চর্চায় উন্নতি লাভ করুক। যারা বিজ্ঞান চর্চা করতে আগ্রহী তাদেরকে বিজ্ঞান চর্চার করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হোক। আজকের ভারতে বিবেকানন্দকে খুবই প্রয়োজন।

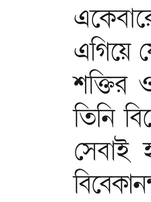

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু ধর্ম করলে হবে না। কর্ম করতে হবে। ভারত বন্দনা করতে হবে। মায়ের পুজো করতে হবে। সাধনা করতে হবে। মাতৃ সাধনার প্রয়োজন। না হলে কিন্তু মা কালীর দর্শন পাওয়া খুবই মুশকিল। মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে।

বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনকে কি ভুলে গেছে সবাই?

রবীন্দ্র কুমার শীল

(স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১২ জানুয়ারি। আর সেই তারিখে মারা গিয়েছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর বিপ্লবী সূর্য সেন। যদিও সালটা একেবারে ভিন্ন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ সালে। আর মাস্টারদা সূর্য সেন মারা গিয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে।)

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের বীজ লুকিয়ে ছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে সেই সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন আনন্দ মোহন বোস, মনমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ঠিক তার এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৯০৬ সালে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রায় দুই বছর ধরে বিপ্লবী সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। সারা বাংলা জুড়ে গুপ্ত সমিতি প্রস্তত করে দিয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তারপরে অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৮ সালে গ্রেফতার হলেন। তবুও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম কিন্তু থেমে থাকেনি। বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ ধরা পড়ে কারাগারে বন্দি হয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আলিপুর আদালতে মামলা চলছে। বাংলার সব বিপ্লবীদের ধরে কারাগারে পুড়ে রেখে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে আবার বিপ্লবী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বিপ্লবী অরবিন্দের স্থান পূরণ করতে এসে উপস্থিত হলেন বাঘা যতীন মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টারদা সূর্য সেন। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে আর বেশি করে শক্তিশালী করতে এসে উপস্থিত হলেন বিপিন গাঙ্গুলী এবং অনুকূল মুখার্জি। বালাসোরে বিপ্লবী বাঘা যতীন ইরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে মারা গেলেন (১৯১৫)। তারা বালাসোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ ছিল সেটা হচ্ছে সেখানে বিদেশি অস্ত্র আসার কথা ছিল। জার্মান থেকে বড় অঙ্কের অস্ত্র আসার কথা ছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেইসব অস্ত্র এসে উপস্থিত হয় নি। ইংরেজ পুলিশ এই সংবাদ পেয়েই তারা বাঘা যতীন এবং তাঁর সঙ্গীদের গ্রেফতার করতে গেলে বালাসোর এর গভীর জঙ্গলে ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে তীব্র লড়াই হয়। সেই সময়ে বাঘা যতীন ইংরেজ সেনাদের গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। পরে তিনি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন। বাঘা যতীন মারা যাওয়ার পর কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে থমকে গেল না। এবারে বিদেশি অস্ত্রের ওপরে নির্ভর না করে ব্রিটিশ অস্ত্র লুঠ করে ব্রিটিশদের তাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। বাঘা যতীন বহু চেষ্টা করেছিলেন বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র নিয়ে এসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু বারবার বিদেশি অস্ত্র নিয়ে আসার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে থাকলে মাস্টারদা সূর্য সেন তখন বিদেশিদের অস্ত্রের ওপরে নির্ভর না করে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ করার পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করলেন। তিনি একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরি করলেন। সেই গোষ্ঠী চট্টগ্রাম গোষ্ঠী হিসাবে নাম করতে শুরু করলো। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তিনি পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। সেই কারণে তিনি সবার কাছে মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯১৮ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন সেই গোষ্ঠী নাম হয়েছিল সেন চট্টগ্রাম গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বলসহ আরও অনেকে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অভিযান শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাদেব সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১২ জন বিপ্লবী নিহত হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন সহ আরও অনেকে। কিন্তু ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। বিচারে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৮৯৪ সালে ২২ মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়ায় এক বৈদ্য পরিবারের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সূর্য সেন। পিতার নাম ছিল রমনীরঞ্জন সেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯১৬ সালে সূর্য সেন যখন পানভেলের বেরহামপুর কলেজের বিএ’র ছাত্র ছিলেন তখন তিনি সেই কলেজের শিক্ষক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে জাতীয়তাবাদ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বাংলার স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকবহাল ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি চট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি স্থানীয় ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। সেই সময় থেকে তাঁকে সবাই মাস্টারদা বলে বলতে শুরু করে। বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করতে গেলে টাকার প্রয়োজন। টাকা অভাবে বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে। সেই সময়ে সূর্য সেন তাঁর বেশ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোষাগার লুট করলেন। ইংরেজ সরকার টাকা লুঠ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিল। তারা জানতে পেরেছিল যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের একটি অংশ এই কাজ করেছে। পরে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী অম্বিকা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভ করেই আবার বিপ্লবী আন্দোলন করার দিয়ে ঝুঁকতে শুরু করেন। এবারে তিনি ভিন্ন পথ ধরে বিপ্লবী আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুঠ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে অভিযান করেছিলেন। তিনি জানতেন যে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় অত্র হচ্ছে রেল এবং টেলিগ্রাম। টেলগ্রামের পোস্টগুলি যদি উপড়ে ফেলা হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার একেবারে পঙ্গু। বারত শাসন তারা করতে পারবে না। রেল পথ বন্ধ করে দিতে পারলে সহজে অক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত সেনা বাহিনী পাঠাতে অক্ষম হবে। সেই দিকে লক্ষ রেখে বিপ্লবীরা আঘেই রেলপথকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলি একেবারে ধ্বংস করে দেয়। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চট্টগ্রামের আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। রেল পথ ধরে ব্রিটিশ সেনা বাহিনী পাঠাতে পারছিল না। ফলে বেশ কয়েকদিন চট্টগ্রাম একেবারে ব্রিটিশ শাসন থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের সঙ্গে ব্রিটিশ যোগাযোগ একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। পরে ইংরেজ সরকার বিকল্প পথ তৈরি করে চট্টগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার ফলে জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বারো জন বিপ্লবী মারা গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে। সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারন করে গা ঢাকা দিতে থাকেন। তিনি নেত্র সেনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। সেই সময়ে নেত্র সেন পুলিশকে তাঁর লুকিয়ে থাকার কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৩৩ সালে পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে নেত্র সেনকে হত্যা করেছিল বিপ্লবী দলের সদ্যস। ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে তারকেশ্বর দস্তিদার নামে একজন বিপ্লবীকে ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সূর্য সেনের ওপরে পুলিশ অমানসিক অত্যাচার করেছিল। পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বিপ্লবী সূর্য সেনের ডান হাত ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর নাম হচ্ছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বাংলার প্রথম নারী শহিদ হিসাবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল মোহনবাগান ক্লাবের আইএফএ শিল্ড জয়ের সালে। ১৯১১ সালে ৫ মে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রীতিলতার সহপাঠী ছিলেন বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। দুইজনই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে প্রীতিলতা ধলঘাটে গিয়ে সুরজ সেন এবং নির্মল সেনের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু বিনোদ বিহারী চৌধুরী মহিলাদের বিপ্লবী সমিতি নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয যে মহিলারা যদি নিজের থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তাদের বিপ্লবী দলে যোদ দিতে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। চট্টগ্রামের ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সুরজ সেন এবং তার বিপ্লবী দলের সদস্যরা। ভুল করে তার চাঁদপুরের এসপি এবং তারিনী মুখর্জিকে হত্যা করে ফেলে। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে ধরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ন ক্লাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। ১৯৩২ সালে ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাঞ্জাবি পোশাক পরে তিনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন। তবে সেখানে সাহেবদের গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তারপরে তিনি সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেন। ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা দেবেন না বলে তখন তিনি নিজের কাছে রাখা পটাশিয়াম সানায়াইড মুখে পুড়ে ফেলেন। বাংলাদেশি লেখিকা সেলিনা হোসেন প্রীতিলতাকে প্রতিটি নারীর আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যে ধরনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে বাংলাকে সংযত না করতে পারলে ভারতে শাসন করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তারা বাংলার বিপ্লববাদ যাতে বেশি করে মাথা চাড়া দিতে না পারে তার দিকে গোপন দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিকে এড়িয়ে রাসবিহারী বোসের ভারত থেকে পালিয়ে যাওযাটাকে ব্রিটিশ সরকার ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তখন ব্রিটিশ সরকার রাস বিহারী বোসের অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে রাস বিহারী বোস বিদেশে পালিয়ে গেলেন তা নিয়ে গোপন অনুসন্ধান করতে শুরু করে। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হওয়ার পর ইংরেজ সরকার খুবই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। তারা বাংলার মানুষদের আর বেশি বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইতিমধ্যে বারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের প্রবেশ ঘটে গিয়েছে। তারপরে বাংলার বিপ্লববাদ অন্য পথ ধরতে শুরু করে। দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শাসকদের আক্রমণ না করে বাইরের দেশের সহয়োগিতা নিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার পরিকল্পনা গড়ে উঠতে থাকে। এই আক্রমণের ছক কষে ছিলেন রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস।

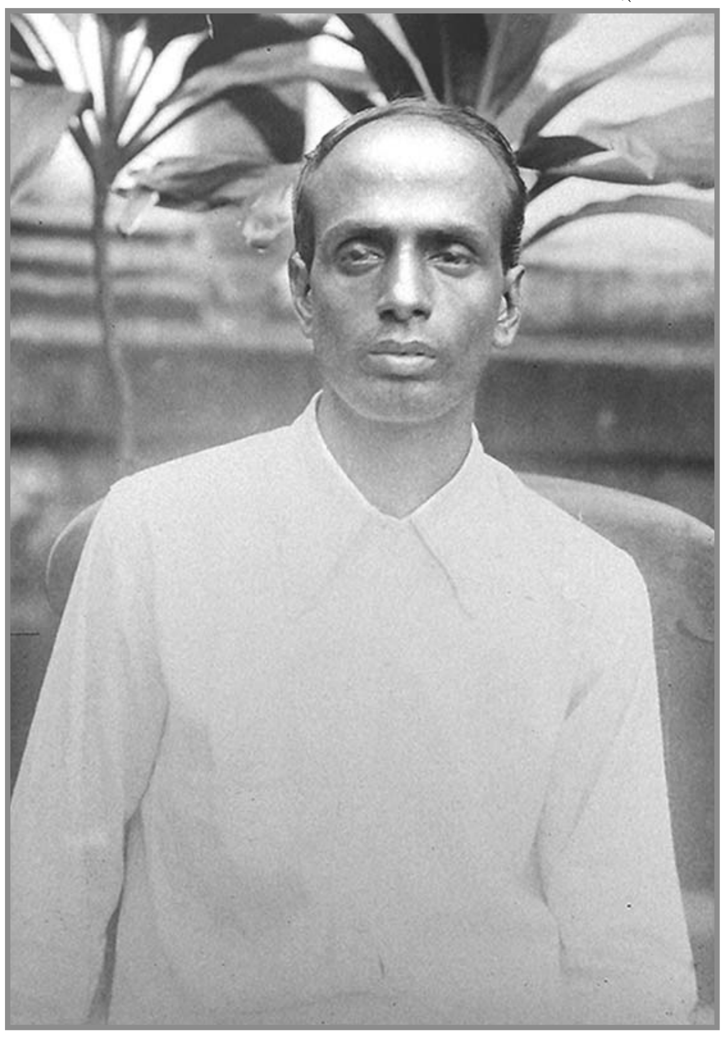

প্রতীচ্যে নবীন সন্ন্যাসী

ড. সূর্যশেখর পাঠক

‘আমার কলম দিয়ে আমি এমন একজন মানুষের কথা লিখছি যিনি অনন্য অসাধারন হয়েও ভারতবর্ষের সাধারন মানুষের জন্য নিজেকে একজন অতিসাধারন মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে প্রস্তুত করেছিলেন। -তাঁর বত্তৃতার মধ্যে আমরা দেখেছি ক্রোধের অগ্নিজ্বালা আর বেদনার অশ্রুজল যেন একটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। বেদনার অশ্রুজল তাঁর মাতৃভূমির দুরবস্থার জন্য এবং ক্রোধের অগ্নিজ্বালা তাদের বিরুদ্ধে যারা এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ক্রোধের অগ্নিজ্বালা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।’

মুক্তরূপ স্বামী বিবকানন্দ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষা সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রবর জন হেনরী রাইটের সহধর্মিনী শ্রীমতী মেরী টাপ্পান রাইট। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস ও দরিদ্র জর্জরিত পরাধীনতার অক্টোপাশে আবদ্ধ ভারতমাতার জন্য বিবেকানন্দের ভাবনার অন্ত ছিল না। কীভাবে মাতৃভূমির উত্থান এবং দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করা সম্ভব, এটিই ছিল তাঁর নিদ্রার সপ্ন, জাগরণে ধ্যান । বিশ্বমাঝারে জন্মভূমিকে যথাযথ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কামনায় যখন বিবেকানন্দ অধীর হয়ে উঠেছিলেন তখন কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের চারশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের সংবাদটি তাঁর কর্নগোচর হয়েছিল। স্বামীজি হয়তো এমনি একটি বিশাল মঞ্চের কথা নিজের মনে মনে ভেবে চলেছিলেন যেখান থেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় বিশ্ববাসীকে অবগত করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং তাই অগ্রপশ্চা বিবেচনা না করে সুযোগের সদব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা পাড়ি দেবার অসাধারন সিদ্ধান্তটি তিনি নিয়ে বসেন। ১৮৯৩ সালের ৩১ শে মে স্বামীজী ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁর দিগ্বিজয়ী অভিযান শুরু করে দেন। বম্বে থেকে সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান হয়ে ১৮৯৩ সালের ২৫ শে জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় তিনি ক্যা প্যাসিফিক লাইনের ছ’ হাজার টনের জাহাজ ‘এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া ’ থেকে কানাডার ব্যাঙকুবার বন্দরে অবতরন করেন। সেরাত্রি বাঙ্কুবার রেলস্টশনের প্লাটফর্মে রাত্রি যাপন করে পরদিবস সকাল থেকে দীর্ঘ রেলযাত্রা অর্থাৎ পরপর তিনটি ট্রেন বদল করে ৩০শে জুলাই রবিবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ স্বামীজী তাঁর গন্তব্যের লক্ষ্যস্থল শিকাগোতে উপনীত হন। ১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর নবনির্মিত ‘আর্ট ইনস্টিটিউট’-এর ‘হল অব কলম্বাস’-এ বিশ্বের প্রধান দশটি ধর্ম- ইহুদি, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ভাত্ত, কনফুসিয়াস, শিন্ট, পারসি, ক্যাথলিক ও খৃষ্টধর্ম নিয়ে যে বিশ্বধর্ম সভা হয়েছিল সেই মঞ্চে বিবেকানন্দ দেবী সরস্বতী ও গুরুদেব রামকৃষ্ণকে স্মরন করে জলদ গম্ভীর স্বরে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেই ভাষনটিই তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিল। মস্তকে গৌরীয় পাগড়ি, গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত দিব্যজ্যোতির মাত্র ত্রিশ বছরের যুবক স্বামীজী যখন সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসীগনকে ‘ভগিনী ও ভ্রাতা’ (সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা) বলে সম্ভাষণ জানালেন এবং জগকে আপন পরিবার বলে ঘোষণা করলেন তখন সেই মহাসম্মেলনে খুশির বন্যা বয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার ছ’ সাত হাজার বিশিষ্ট নাগরিক সেদিন এরূপ অভিনব সম্বোধন শুনে (কারন এতদিন পর্যন্ত তাদের কান ‘লেডিস অ্যান্ড জেন্টল মেনস’ শুনতে অভ্যস্ত ছিল) আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। বিবেকানন্দের কথায় অভিনবত্ব ও আন্তরিকতা দেখে শ্রোতারা দু’ মিনিট ধরে হর্ষধ্বনি দিয়ে সভামণ্ডপ মুখরিত করে রেখেছিলেন। সভাকক্ষ শান্ত হলে স্বামীজী জগবাসীকে শুনিয়েছিলেন ভারতের সমন্বয় বার্তা। তিনি বলেছিলেন, ‘যে ধর্ম জগ কে পরধর্মের প্রতি উদার ও সব মতকে স্বীকৃতি দান করতে শিখিয়েছে, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন উদারতাই আমার আদর্শ।’ বিবেকানন্দ সেদিন যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন এক কথায় তা হচ্ছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের বিখ্যাত বাণী- ‘যত মত , তত পথ।’ শিকাগোর মহাধর্ম সম্মেলনের মঞ্চটি ছিল স্বামীজীর বিশ্বজয়ের প্রথম পদক্ষেপ । এই মঞ্চে থেকে ভারতের সমন্বয়বার্তা জগবাসীকে শুনিয়ে স্বামীজী রাতারাতি আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। সম্মেলন মোট সতেরো দিন ধরে চলেছিল, যাতে স্বামীজী বারটি বক্তৃতা রেখেছিলেন। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে ১৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজীর লিখিত ভাষণটি সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই লিখিত বক্তব্যটি বিবেকানন্দের মৌলিক চিন্তা এবং উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি অধিবেশনের শেষদিন যে কথাগুলি বলেছিলেন তা আজকের দিনেও খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৮৯৩ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ কয়েক মাস আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অনেকগুলি শহরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি আমেরিকাবাসীর কাছে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের যথার্থ চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। ১৮৯৩ সালে স্বামীজী জনৈক ভক্তের আমন্ত্রন- এ নিউইয়র্ক শহর থেকে দু’ শ মাইল দূরে লরেন্স নদীর মধ্যে ‘থাইল্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক’- এ যান এবং সেখানে সাত সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন। এই দ্বীপে তিনি শিষ্যদের যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন সেই সমস্ত উপদেশাবালী মিস ওয়ালডো লিখে রেখেছিলেন। যেটি পরবর্তী সময়ে ‘ইন্সপায়ারড টকস’ নামে বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। দু’ বছর একটানা আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের পর ১৮৯৫ সালের আগস্টে স্বামীজী ইউরোপ যাত্রা করেন। প্যারিস হয়ে তিনি লন্ডনে পৌঁছান। সেখানে গিয়েই তাঁর নিয়মিত ক্লাস ও বক্তৃতা শুরু হয়েছিল। আমেরিকার মতো লন্ডনেও স্বামীজীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ‘লন্ডন ডেলি ক্রনিকল’ সে সময় লিখেছিল, ‘স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলেই বুদ্ধের কথা মনে হয়।’ মিস মার্গারেট নোবল এখানেই তাঁর সংস্পর্শে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে ভারতে ফিরে স্বামীজী এঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে নাম দেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী ছিলেন ভারতের নবজাগরনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। মানবসমাজের কল্যাণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত পথ নির্দেশকরূপেই তাঁর আবির্ভাব। স্বদেশের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের জন্য যে বিদেশের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক একথা বিবেকানন্দ জানতেন। কিন্তু ‘দেহি দেহি’ মনোভাব নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে তিনি পাশ্চাত্যে যাননি। পাশ্চাত্য থেকে কিছু নেওয়ার বিনিময়ে তিনি তাদের দিতে চেয়েছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, শান্তি, মৈত্রী ও সমন্বয়ের বাণী। কেবলমাত্র প্রাচ্যভূমিকেই নয়, সম্পূর্ণ বিশ্ববাসীকে স্বামীজী পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি ভোগ বিলাসের জগতে ইউরোপ-আমেরিকাও বিবেকানন্দের উপদেশ নির্দেশে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিল। বিশ্বমাঝারে ভারতের বিজয় কেতন উত্তোলন করে যখন ১৮৯৭ সালে স্বামীজী স্বদেশে ফিরে এলেন তখন সমস্ত দেশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে উন্মত্ত হয়ে যায়।

গাফিলতিতে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে এক রোগী মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাপাতালে। অভিযোগ, ইসিজি দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী অনুপস্থিত থাকায় সময়ে মেলেনি পরিষেবা। ইসিজি হতে বিলম্ব হওয়ার ফলেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। মৃত ব্যক্তির নাম নিমাই উলাল (৬৭)। তার বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগ থানার মধুপুর গ্রামে। গত মঙ্গলবার আলুর বীজের ব্যবসা সূত্রে বীরভূমের কুকমগ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যাওড়া কোড়া গ্রামে দিনু দাসের বাড়িতে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি স্ট্রোকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সকাল আটটা নাগাদ চিকিৎসকেরা তার ইসিজি করার জন্য ইসিজি রুমে পাঠান। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, রোগীকে ইসিজি রুমে নিয়ে গিয়ে দেখেন ইসিজি রুমে কোন কর্মী নেই। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ইসিজি কর্মী আসেন। ততক্ষণে ওই রোগী মারা যান। অভিযোগ সময় মতো ইসিজি করা না হওয়ায় সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করা যায়নি। ইসিজি কর্মী গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে রোগীর। গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব লেট বলেন, সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে উন্নমানের হাসপাতাল নির্মাণ করেছে। কিন্তু পরিকাঠামোর কোন উন্নতি হয়নি। তা না হলে শুধুমাত্র ইসিজি করার জন্য দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়! আমরা ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। যাদের গাফিলতিতে চিকিৎসা না পেয়ে রোগীর মৃত্যু হল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। অভিযুক্ত ইসিজি কর্মী পলাশ দাস বলেন, আজকে ছুটির দিন। কিন্তু জরুরি পরিষেবা চালু আছে। বিষয়টি তদন্ত করে কোনো গাফিলতি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিধায়ককে ক্ষোভ

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১২ জানুয়ারি ঃ আমাদের জল কই? বাড়ি কই? আলোর লাইট দেব বলেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি! পাঁচ বছর ধরে রাস্তা এখনও ঠিক হয়না কেন? গ্রামের মানুষের একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা। বৃহস্পতিবার দিদির দূত কর্মসূচী নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারে গিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের বিপ্রশেখর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীহট্টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিধায়ক পৌঁছলে গ্রামের বসিন্দারা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পাননা গ্রামবাসীরা। শ্রীহট্টি গ্রামের বাসিন্দা আরতি হাজারার অভিযোগ, গ্রামে রাস্তা নেই। রাস্তায় আলো না থাকায় সন্ধে গড়ালেই গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়। গ্রামে কোনও সরকারি টিউবওয়েল নেই। গ্রামের মানুষ আবাস যোজনায় বাড়ি পাননি। এমনকী বহু মানুষ সরকারি ভাতা বঞ্চিত। মিনতি বাউরির অভিযোগ, দশ বছর ধরে গ্রামের রাস্তা খারাপ কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। এমই অভিযোগ তুলে বিধায়ককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। মিনতি মন্ডল বলেন, ভোটের আগে নেতারা সব করে দেয় কিন্তু ভোট হয়ে গেল যাকে তাই! গ্রামবাসীদের কোনক্রমে বুঝিয়ে গ্রাম থেকে বেরোন বিধায়ক। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অনেক কাজ হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় এখনও অভাব-অভিযোগ রয়ে গিয়েছে। আমি গ্রামবাসীদের অভিযোগ মন দিয়ে শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই অভিযোগ পৌঁছে দেব।

যুব দিবসে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত কোচবিহার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মতিথি। আর সে কারণেই এই দিনটিকে যুব দিবস হিসাবে পালন করা হয় সর্বত্র। কোচবিহারে যুব দিবসের আগের দিন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠকে কেন্দ্র করে বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল কোচবিহার পানিশালা অঞ্চলে কাশিয়াবাড়ি পানিশালা চরপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায়। অভিযোগ, বুধবার রাতে পানিশালা অঞ্চলের কাশিয়ার বাড়ি পানিশালার চরপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের একটি খুলি বৈঠকের সময় হঠাৎ করে এলাকায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে স্কুল চত্বরে চলে ব্যাপক বোমাবাজি। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় পানিশালা অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রফিক মিঁয়াসহ বেশ ১৩ জন তৃণমূল সমর্থককে আটক করেছে কোচবিহার পুলিশ। এর আগে বারংবার তৃণমূলের যুব-মাদারের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা। যদিও গোষ্ঠী কোন্দলের কথা স্বীকার করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বদের দাবি, যুবদের অনুষ্ঠান চলার সময় তৃণমূলের মাদার সংগঠনের বেশ কিছু দুস্কৃতি ঘটনাস্থলে এসে ব্যাপক বোমাবাজি করে। ফলে সমগ্র এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কোচবিহার জেলা কিষাণ খেতমজদুর সভাপতি খোকন মিঁয়া বলেন, যুব মাদার কোনো গোষ্ঠীকোন্দল নয়। এই সবকিছু বিজেপির চক্রান্ত। আমরা দলীয় স্তরে পর্যালোচনা করে বিষয়টি দেখছি। যদি বিজেপির চক্রান্ত হয় তবে ১৩ জন তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার কেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা পুলিশ-প্রশাসনকে বলছি সঠিকভাবে তদন্ত করতে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, তৃণমূলের কেউ কোথায় মিটিং করলে আরেক গোষ্ঠী গিয়ে সেখানে বোমাবাজি করে আর দোষ পড়ে বিজেপির উপর। আসলে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে যে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। যার ফলে প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কোচবিহার জেলার প্রতিটি প্রান্তে বিজেপির পঞ্চায়েত সম্মেলন চলছে, বিজেপি কর্মীরা তাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত, শুধুমাত্র মিথ্যা দোষারোপ করে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীকাল কোচবিহার সফরে আসছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। আগামী মাসের ১১ তারিখ কোচবিহারে আসার কথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগে যখন তৃণমূল এবং বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বরা কোচবিহার সফরে রণকৌশল ঠিক করতে ব্যস্ত ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দল যে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পর তা আগ্নেয়গিরির রূপ নেবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও দীর্ঘদিন পর পুলিশের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছে বিরোধীরা। অপরপক্ষে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে শাসক দল।

হাতিকে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর ব্যাবস্থা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ গত মঙ্গলবার রাতে বেলিয়াতোড় থানার গদারডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগ্রামপুর গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল বাউরী ও ওই একই রাতের বড়জোড়া থানার খাঁড়াড়ি অঞ্চলের ঝরিয়া গ্রামের ৭২ বছর বয়সী বিধবা মহিলা তুলসি বটব্যালকে হাতি পিষে মেরে ফেলে। বুধবার ফের রাত ১০.৩০ থেকে ১২ টা পর্যন্ত আবার গদারডিহি অঞ্চলের দধিমুখা গ্রামে ঢুকে একটি হাতি তাণ্ডব চালায়। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ বাউরি এবং বংশী মন্ডলের বাড়ির ধানের মড়াই তছনছ করে। আর উত্তম মন্ডলের আলু চাষের জমিতে তাণ্ডব চালায়। এদিন সকাল থেকে বড়জোড়া রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পরে রেঞ্জার ঋত্বিক দে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষুব্ধরা। এদিকে জোড়া মৃত্যুর পর মারমুখী হাতিকে চিহ্নিত করে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করল বাঁকুড়ার বনবিভাগ। দু'দিনের মধ্যেই হাতিটিকে চিহ্নিত করে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে হাতি ধরার প্রস্তুতি। এদিকে মৃতদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মারমুখী হাতিকে ট্র্যাকিং করার কাজও শুরু করল বন দফতর। আর যাতে হাতির আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হাতির দলের উপর বিশেষ নজরদারিরও ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। মঙ্গলবার রাতে বেলিয়াতোড় ও বড়জোড়া এলাকায় হাতির আক্রমণে দু'জনের মৃত্যু হয়। বড়জোড়ার ঝরিয়া গ্রামে যেভাবে বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ঢুকে একটি হাতি বৃদ্ধাকে পিষে মারে, তাতে উদ্বিগ্ন বন দফতর। দফতরের আধিকারিকরা মনে করছেন এই হাতিটি মারমুখী হয়ে পড়েছে। তার আক্রমণের ধরনও বন দফতরের কর্তাদের মনে সন্দেহ তৈরি করেছে। দলের মধ্যে থেকেই এই হাতি ফের হামলা চালাতে পারে বলেও মনে করছেন বনদফতরের কর্তারা। বাঁকুড়া বনবিভাগের কর্তা এস কুলানডাইভেল বলেন, ওই হাতিটিকে লাগাতার নজরদারির মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী দু'দিনের মধ্যে হাতিটিকে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ৮০টির বেশি হাতি রয়েছে বেলিয়াতোড় ও বড়জোড়া এলাকায়। হাতির আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা ঠেকাতে বন দফতর পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে একজোট হয়ে আসরে নেমেছে। সাধারণ মানুষকেও হাতির ব্যাপারে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। হাতির হানায় মৃতদের পরিবারের হাতে বৃহস্পতিবার ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। দুই পরিবারকেই চাকরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকায় মানুষজন। হাতির ভয়ে রাতের ঘুম ছুটেছে তাদের।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানালেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব। জেলা সভাপতি জানান আমাদের আদর্শ উনি। তার কথা এবং তার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমরা যদি চলি তবেই আমরা হয়ত আমাদের জীবনের নতুন আলো খুঁজে পাব। আমরা জানি উনি নিজে সন্ন্যাসী হয়েও মানুষের জন্য চিন্তা করে গেছেন। সব কিছুর উপরে তিনি। মানুষকে সরল জীবন যাপনের জন্য উনি সারা জীবন বলে গেছেন। আজ সারা পৃথিবীজুড়ে উনি পূজিত। তাই আজকের দিনে ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি। এদিন জেলা সভাপতির সাথে স্বামীজির ছবিতে মাল্যদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সংগঠনের সদস্যরাও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অগনিত সাধারন মানুষও। বিবেকানন্দের ত্যাগ এবং আদর্শের কথা আলোচনা করতে দেখা যায় বহু তৃণমূল মহিলা কর্মীদেরও।

পুজো দিয়ে কর্মসূচি

গোপাল বিশ্বাস, শান্তিপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ দলের নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচী দিদির সুরক্ষা কবচ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে ৩২০ জনের একটি টীম তৈরী জরা হয়েছে এই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীর জন্য। বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিপুর বিধানসভার বাগআঁচড়ার বাগদেবী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি শুরু করলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী। এর পর ওই এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কি অসুবিধা রয়েছে, সরকারি সমস্ত প্রকল্পের ঠিকমতো সুবিধা পাচ্ছেন কিনা, সেই আলাপ-আলোচনাই করেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা প্রামাণিক, ব্লক সভাপতি সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর বিধায়ক বাগআঁচড়া এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছান। প্রথমে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যা যা সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলি ঘটনাস্থলে মেটানোর ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ ওই এলাকার সাধারণ মানুষের যে যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা আগামী দিনে সমাধান করবেন। বিধায়কের প্রথম দিনে এই কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রেফতার ২ ভাই

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে মায়াপুর থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় মন্দির নগরী মায়াপুর সরডাঙ্গা এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত সুজিত সরকার ও তার ভাই সুব্রত সরকারকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ৪৯৮এ, ও খুনের চেষ্টা ৩০৭ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতে পেশ করলে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর সরডাঙ্গার বাসিন্দা মূল অভিযুক্ত সুজিত সরকার ও তার ভাই বিষয় সম্পত্তি ও জমি অবলীলায় বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। গত ৩ জানুয়ারি বিষয়টি জানতে পেরে অভিযুক্ত সুজিত সরকারের স্ত্রী শিবানী সরকার প্রতিবাদ করলে, মূল অভিযুক্ত সুজিত ও তার ভাই সুব্রত সরকার শিবানী দেবীকে বেধড়ক মারধর ও শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এই কাজে সাহায্য করার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তদের এক সহযোগী নেন্টু শেখ নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গত ৪ জানুয়ারি নির্যাতিতা গৃহবধূ স্বামী সুজিত সরকার ও দেওর সুব্রত সরকার এবং তাদের সহযোগী নেন্টু শেখের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মায়াপুর সরডাঙ্গার বাড়ি থেকে মূল অভিযুক্ত সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রকাশ্যে তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ জানুয়ারি ঃ পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল এক তৃণমূল কর্মীকে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কেতুগ্রামে। নিহত কর্মীর নাম দুলাল শেখ ওরফে ইয়াসিন শেখ (৪৪)। বাড়ি কেতুগ্রামের রতনপুর পীরতলা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে কেতুগ্রামের আমগড়িয়ায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাইকে করে আসা দুস্কৃতীরা দুলালকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে চালানো ওই গুলি তার মাথায় লাগে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পরিবারের অভিযোগ, দুলাল তৃণমূল কর্মী ছিলেন। পুরনো আক্রোশের জেরে দলের কর্মীদের একাংশই তাকে খুন করেছে। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব জানান, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিম্বা দলের কেউ এই কাজে জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত করবে পুলিশ। তবে দলের কেউ অন্যায় করলে দল রেয়াত করবে না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে আমগড়িয়া বাজারে জিনিস কিনতে এসেছিলেন দুলাল শেখ। সেখানেই নাকি একটি দোকানের সামনে চা খাচ্ছিলেন পরিচিতদের সাথে কথা বলতে বলতে। তখনই বাইকে করে আসা দুই দুস্কৃতী তাকে লক্ষ্য খুব কাছ থেকে গুলি চালায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন দুলাল। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। সকালবেলা এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাজার এলাকায়। খবর পেয়ে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জানা গেছে, দুলাল শেখ বালির ব্যবসা করতেন, পাশাপাশি প্রোমোটিং ব্যবসায় নেমেছিলেন। এলাকায় তৃণমূলের পুরানো কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র দেবু টুডু বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে দলের কেউ যদি এই ঘটনায় জড়িত থাকে তার দৃষ্টান্তমূলক সাজা হবে। দলে থেকে কেউ কোনও অপরাধ করলে দল রেয়াত করবে না। সকাল সকাল খুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে কেতুগ্রামের আমগড়িয়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। আততায়ীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এদিকে তৃণমূল কর্মী খুনে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে, ভাগ বখরা নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই এই খুন বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও এই খুনের ঘটনার পিছনে তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর হাত রয়েছে নাকি এর পিছনে ব্যবসায়িক অথবা পারিবারিক কোন দ্বন্দ্ব রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দলীয় পতাকা লাগাতে গিয়ে গলসিতে দলের কর্মীদের হাতেই বেদম মার ৩ তৃণমূল কর্মীকে

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১২ জানুয়ারিঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীর জন্য দলীয় পতাকা লাগাতে গিয়ে খোদ দলের উপপ্রধান ও তার দলবলের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো তিন তৃণমূল কর্মীকে। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের গলসি এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বুদবুদ এলাকায় দিদির রক্ষাকবচ কর্মসূচী, যেখানে থাকার কথা রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ, বুদবুদ বাজারে এই কর্মসূচিকে সফল করার ডাক দিয়ে তিন তৃণমূল কর্মী পতাকা লাগাচ্ছিলেন, আচমকাই তৃণমূল পরিচালিত বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু ওরফে মনা কুন্ডু ও তার দলবল বুদবুদ বাজারে এসে ঐ তিন তৃণমূল কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ,গুরুতর জখম তিনজনকে তড়িঘড়ি মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, জখম তিন তৃণমূল কর্মীর মধ্যে একজন স্থানীয় বুদবুদ পঞ্চায়েত সদস্য রেখা সাউয়ের স্বামী রাকেশ সাউ। সূত্রমাফিক জানা গেছে, যে সময় তিন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করছে পঞ্চায়েত উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু ও তার দলবল, তার একটু আগে পঞ্চায়েত উপপ্রধানের সাথে অন্য একটি বিষয়ে মিটিংও করেছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রেখা সাউ। গোটা ঘটনায় দিদির রক্ষা কবচ কর্মসূচী শুরুর আগে বেশ বিড়ম্বনাতে তৃণমূল শিবির। যদি দলের নেতাদের হাতে দলের পতাকা লাগানোর জন্য মার খেতে হয় তাহলে এই দলটা আর করবো কিনা সেটা নিয়ে আরো একবার ভাবতে হবে বলে মন্তব্য আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের। আক্রান্ত তিন দলীয় কর্মী গলসি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জনার্দন চ্যাটার্জীর অনুগামী, জনার্দন চ্যাটার্জীর হয়ে কাজ করা যাবে না এই ফতোয়া দিয়ে তৃণমূলের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় টানটান উত্তেজনা বুদবুদ এলাকায়। দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে উপপ্রধানের এই দাদাগিরির আচরণ নিয়ে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন গলসি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জনার্দন চ্যাটার্জী। তৃণমূল উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন এই তৃণমূল নেতা। এর আগেও নানা অভিযোগ ছিল তৃণমূল পরিচালিত বুদবুদ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডুর বিরুদ্ধে। আবাস যোজনার বাড়ি চাইতে গিয়ে এই উপপ্রধানের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল বুদবুদের সুকান্ত পল্লী পূর্ব পাড়ার মানুষজনকে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের দলীয় কর্মীদের মারধর করার ঘটনাকে ঘিরে এখন সাধারণ মানুষকে দিদির রক্ষাকবচ দিতে খোদ দলীয় কর্মীরা সুরক্ষাহীন হয়ে পড়াতে বিড়ম্বনায় ঘাস ফুল শিবির। এই ইস্যুতে সুর চড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব, কটাক্ষ তৃণমূলের কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল উপপ্রধানের হাতে খোদ দলের কর্মী তো বটেই, পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীকে ব্যাপক মারধরের ঘটনায় ব্যাপক বিড়ম্বনাতে তৃণমূল। অপরদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পেয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি শ্যামল রায় জানিয়েছেন, দিদির সুরক্ষা কবচ দিতে গিয়ে সাধারণ তৃণমূল কর্মীরাই সুরক্ষাহীন হয়ে পরছে। বিভিন্ন দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার রাজ্যের শাসক দল বা দলের সর্বময় নেত্রীকে আর কোন সুরক্ষা দেবে না রাজ্যের মানুষ। আগামী লোকসভাতেই তা প্রমানিত হবে, আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তৃণমূলের পতনের সূত্রপাত শুরু হতে যাচ্ছে বলে দাবী শ্যামলবাবুর।

চাইতে হবে ক্ষমা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১২ জানুয়ারি ঃ পাঁচ বিশ্বভারতী পড়ুয়া নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন তুলবে, বললো বিচারপতি কৌশিক চন্দের আদালত। এর আগে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও পড়ুয়াদের তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষার উপর জোর দেয়। চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি কলকাতা উচ্চ আদালত এক রায়ে পরিস্কার সেই কথা জানিয়ে বলে দিল যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে পড়ুয়াদের। তারপর মামলার নিস্পত্তি টেনে দেয় আদালত। বিগত বছরের ২৩ নভেম্বরে ছাত্র আন্দোলনের সময় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে দশ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখা হয়। সেই সময় বিভিন্ন অভিযোগ এনে পাঁচ বিশ্বভারতী পড়ুয়া যথাক্রমে প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় সাহা, অমলেন্দু দাস, দেবদত্ত মেটে ও মৃত্যুঞ্জয় দাসকে একবছরের জন্য সাসপেন্ড করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তারপর সাসপেন্ডেড পড়ুয়ারা আদালতের স্মরণাপন্ন হন। এই রায়ের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক বা শিক্ষকরা কোন বক্তব্য দিতে চান নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কখনই চায় না যে তার ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হোক বা তাদের বছর নষ্ট হোক। এরমধ্যে ৫জানুয়ারি প্রোক্টর অফিসে প্রোক্টর, ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে একটি বৈঠক হয় ছাত্র প্রতিনিধিদের। যেখানে ছাত্রনেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উভয়পক্ষের আলোচনার বয়ানে ছাত্রদের তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষার কথা উল্লেখ আছে। আদালতকে সেই কথায় বলা হয়। তার প্রেক্ষিতে চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি আদালত এই রায় দেন। অন্যদিকে, সোমনাথ সৌ, মীনাক্ষী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যদের মামলাটি এখনও চলছে। সেই মামলা সম্পর্কিত এক রায়ে অর্থাৎ ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের একটি আদেশ ছিল। যাতে বলা হয় সোমনাথ সৌ, মীনাক্ষী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যদের মামলায় নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে সমাজ মাধ্যমেই। এই ক্ষমা প্রার্থনা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

ভিন রাজ্যে পুড়ে মৃত্যু হল শ্রমিক বাঙালি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাকির বস্তি এলাকার এক দম্পতি সহ একই পরিবারের ছয়'জনের মৃত্যু হয়েছে আগুনে পুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পানিপথে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে পানিপথে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ওই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দম্পতি ও তাদের দুই মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। দম্পতির নাম মহম্মদ করিম (৪০) আফরোজ বেগম (৩৫)। তাদের দুই মেয়ে রেশমা (১২) ও ইশরাত জাহান (১৭)। দুই ছেলে আবদুস (০৭) ও আফরান (০৫)। পানিপথে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তারা। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে নিহতের পারিবারের কাছে খবর পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জাকির বস্তির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিনিধি কায়সার ইমাম জানান, ওই দম্পতি সেখানে খাদির বস্ত্র তৈরি করতেন, হঠাৎ আগুন লেগে ওই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের সবাইকে কীভাবে আনা হবে তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে। নিহতের আত্মীয় নিখাত নেহা জানান, সেখান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাদের সকলেরই হৃদয় ভেঙে গেছে, হঠাৎ কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তারা বুঝতে পারছেন না। নিহত করিমের বাবা সুলতান জানান, জীবিকার তাগিদে তার ছেলে পুরো পরিবার নিয়ে পানিপথে কাজ করতে গিয়েছিল, সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। গত ২ বছর ধরে তিনি সেখানে কাজ করতেন, তিনি কেবল উৎসবের সময় বাড়ীতে আসতেন এবং তারপর চলে যেতেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি ঃ মিড ডে মিলে মরা সাপ কাণ্ডে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের মণ্ডলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে গেলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়, সদস্যা যসমন্তি শ্রীমানি। প্রসঙ্গত, সোমবার মণ্ডলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের ডালের বালতি থেকে বিষধর সাপ পাওয়া যায়। ওই ভাত ডাল খেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পড়ুয়া থেকে তাদের অভিভাবকরা। ১৬ জন পড়ুয়ার চিকিৎসা করানো হয় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনার পরেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের শোকজ করা হয়। পড়ুয়াদের মন থেকে ভীতি কাটাতে এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশন পৌঁছয় স্কুলে। তারা স্কুলের মিড ডে মিল রান্নার জায়গা ও পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। কথা বলেন বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও তাদের অবিভাবকদের সঙ্গে। সেদিনের ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেন স্কুলের শিক্ষক ও মিড ডে মিলের রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে। সুদেষ্ণা রায় বলেন, খাবার হচ্ছে প্রধান অঙ্গ। ফলে রান্নার ব্যাপারে সকলকে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আমরা এসে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ধীরে ধীরে তাদের মন থেকে ভীতি কেটেছে। যার গাফিলতিতে এমনটা হয়েছে তার শাস্তি হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের তারকেশ্বর এবং বেলুড় মঠ স্টেশনে ('সি' ক্যাটিগরি) মাল্টি ফাংশেনাল কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে মাল্টিপারপাস স্টল এবং টি স্টলের অ্যালটমেন্ট

নং ঃ কম/[illegible], তারিখ ১১.০১.২০২৩। [illegible]

(HWH-367/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২০১_২০২২-২৩, তারিখ ১১.০১.২০২৩। [illegible] আনুমানিক ব্যয় ঃ ৮৬,২৩,১৪০.২১ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ১,৭২,৫০০ টাকা। [illegible] কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। [illegible] টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০২.২০২৩-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। [illegible] (HWH-368/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিবিআর কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/ডব্লু-২/এপিডিজে, তারিখ ০৯-০১-২০২৩। [illegible] http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-TENDER NOTICE

Pradhan, Shialdanga Gram Panchayat under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No. SGP/NIeT/462/2023. Last Date of Submission of Bid : 24/01/2023 upto 2 P.M. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

আগ্রহের অভিব্যক্তি

নং সিপিএম/জিএস/আরএনওয়াই/এলডি-ইওআই/০১ তারিখ ১০-০১-২০২৩

রঙ্গিয়া মণ্ডলের জন্য আর্কিটেক্ট এমপ্যানেলমেন্ট

[illegible] www.nfr.indianrailways.gov.in [illegible] তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO.-148 Memo No.42/EO/2023 Dated 11/01/2023 the Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders for **Supply of Computer, Video conferencing system, Interactive board etc.** Haldia Panchayat Samity . Details may be available in the Notice Board of the under sign from 11th January,2023 (Wednesday) at 2.00 P.M. to 21st January, 2023 (Saturday) 2.00 Hours.

Sd/-
Executive Officer,
Haldia Panchayat Samiti

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জেএইচএস-ইঞ্জি-সি-২০২৩-০৫ তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কাজ), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

কাজের বিবরণ	ই- টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য	সম্পাদনের তারিখ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে
ভিজিএলবি ঃ মেরামতি ধোওয়ার যোগ্য অ্যাপ্রণ পিএফ নং. ২, পিএফ নং.৩, পিএফ নং.৪ এবং পিএফ নং. ৭ ভিজিএলবি স্টেশানে।	জেএইচএস-ইঞ্জি-সি-২০২৩-০৫	৭৮৪৬৬৪৮.০৪	১৫৬৯০০০/-	০৬ মাস

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ ০২.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ০২.০২.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (২) সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in ।

49/23 (P)

OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR PANCHAYAT SAMITY
P.O.:- MUNSHIRHAT, DIST.:- HOWRAH
NIT No: WBJBPURPS/NIT-20/EO/2023 Date: 11.01.23

For and on behalf of the Jagatballavpur Panchayaty Samity, The Executive Officer, Jagatballavpur Panchayat Samity invites tender for total 9(Nine) nos. works. Time of completion: 30 Days. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Jagatballavpur Panchayet Samity

টলি-বলির টুকরো খবর

নয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলা ছবি 'চৌকাঠ পেরিয়ে', পাশে দাঁড়ালেন পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়

মন ও মনস্তত্ত্বের ভাঙাগড়ার প্রেক্ষাপটে নানান মানুষের জীবনের গল্প বলে চৌকাঠ পেরিয়ে। ডাক্তার এ একজন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। কোভিড পরিস্থিতিতে ডাক্তার এ এক সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁর সুবিশাল বাড়িতে। সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণভাবেই অনলাইনে নেওয়া হবে। যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি আমেরিকানিবাসী হওয়ার দরুণ সেখানকার কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বর্তমানে ভারতবর্ষ ও সেখানকার মানুষের কোভিডকালীন জীবনযাত্রা ও তাঁদের মানসিক ভাঙা গড়ার অবস্থান সম্পর্কে জানতেই তাঁর এই সাক্ষাৎকার নেওয়া। তাই ডাক্তার এ যখন সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন তাঁর পাশাপাশি ওই একই বাড়িতে সাক্ষাৎকার দিতে আসার জন্য জমায়েত হওয়া এই কাহিনীর আরও কয়েকজন মূল চরিত্র যেমন- ট্যাক্সিচালক আব্দুল চাচা, সুবিধাভোগী শ্রেণীর অথচ জীবিকার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়া ডাক্তার বিষ্ণু সিং, খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার মাহি, প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী সুহাসিনী, যশ নামের এক শিল্পী ও তার সংগীতশিল্পী বন্ধু ড্যানিয়েল নিজেদের অনন্য এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন কাহিনী একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয়। শেষে সবাই ক্যামেরার সামনে নিজের জীবন কাহিনী বলতে এগিয়ে যেতে পারলেও কেবল একজন সেই বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে পারে না। এই যেতে না পারাই আসলে জীবন-মৃত্যু, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে থেকে যাওয়া এক সূক্ষ্ম রেখার প্রতিমূর্তি এবং যে যেতে পারে না সে এক নিমগ্ন শ্রোতা। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এই গল্পের নিপুণ চলনে আবেগের নাগরদোলার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয় কে নিজের জীবনের গল্প বলতে পারে আর কে স্থানু রয়ে যায়।

এমনকি জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতে যখন মৃত্যু দরজায় এসে কড়া নাড়ে তখন সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারলে অসীম আলোকময় জীবনের প্রবেশদ্বার নতুন ভাবে খোলে, তারই অনুসন্ধান দেয় 'চৌকাঠ পেরিয়ে'- After the Threshold এর মত ছবি। রোড আইল্যান্ড কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ তন্বী চৌধুরীর পরিচালনায় এই ইন্দো- ওয়েস্টার্ন ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ঋষভ বসু, অনাশ্মা বিশ্বাস, শতাক্ষী নন্দী, শংকর দেবনাথ, রিয়ান ঘোষ, পলাশ চতুর্বেদী, অপরাজিতা ইয়োলমো এবং পারমিতা সেন। ছবিটিতে বোস্টনের বহু মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। যেমন ফিলোমেলা ব্যান্ডটির সমস্ত সদস্য বোস্টন নিবাসী এবং সমস্ত মানুষ ভারত থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে বোস্টনে কর্মরত। তাঁদের মধ্যে আই আই- টি প্রাক্তনীও আছেন। তাদেরই অবদানে ছবিটির গান শেষ হচ্ছে সুমধুর ভাবে পেশ করা গেছে। ছবিটি ক্যাফে ওহানাতে দেখানো হয়, যেখানে অভিনেতা, পরিচালক তথাগত মুখার্জী ছবিটির পরিচয় করিয়ে দেন দর্শকের সামনে। তিনি জানান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবির জন্য তাঁরা সব সময় ভাবছেন ও এই ধরণের ছবিকে মানুষের সামনে আরও বেশী করে তুলে ধরতে চান।

আলিবাবা থেকে বাদ পড়লেন শীজান

তুনিশার মৃত্যু ঘিরে রহস্যের শেষ নেই। ধারাবাহিকের সেটে আত্মহত্যার পরেই অভিনেত্রীর মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয় হাজারও জটিলতা। এমনকী তুনিশার মৃত্যুর পরেই তাঁর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তুনিশার প্রাক্তন প্রেমিক ও তাঁর সহ অভিনেতা শীজান খানকে। বেশ অনেকদিনই জেলবন্দি অভিনেতা। এর মাঝেই শোনা যাচ্ছে ধারাবাহিক আলিবাবা দাস্তান-ই-কাবুল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শীজান খানকে। যদিও এখন এই ধারাবাহিকের মেকারর্সদের তরফ কোনও অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট জারি করা হয়নি। শোনা যাচ্ছে শীজানের বদলে এই ধারাবাহিকে ঐ চরিত্রে দেখা যাবে অভিষেক নিগমকে। সূত্রের খবর, 'অভিষেককে ইতমধ্যেই কাস্ট করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রোমো শুট করা হবে। ধারাবাহিকের গল্পে দেখা যাচ্ছে এক মাস্ক পরিহিত ছেলেকে, খুব তাড়াতাড়ি মাস্ক ছেড়ে সে বেরিয়ে আসবে।' ঐ চরিত্রেই থাকবেন অভিষেক নিগম। তুনিশার চরিত্রে কাকে দেখা যাবে, তা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাঁর চরিত্রটি আর ধারাবাহিকে ফিরে নাও আসতে পারে। ক্রিয়েটিভ টিম গল্প নিয়ে নানা ধরনের সমীক্ষা করছে। কীভাবে গল্প ঘুরবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে শোনা যাচ্ছে গল্পে দেখানো হবে যে, আলি আহত হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসাও

হয়েছে। আদিযুগের কসমেটিক সার্জারির পর বদলে গেছে তাঁর মুখ'। তুনিশার মৃত্যুর পর থেকেই শীজানের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন তুনিশার মা। তাঁর অভিযোগ, শীজানের কারণেই আত্মহত্যা করেছেন তুনিশা। এর জেরে গ্রেফতারও হন শীজান। তবে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেন যে, যখন তুনিশাকে মেকআপরুমের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়, তখনও তুনিশা বেঁচে ছিল। সেই সময় তাড়াতাড়ি কাছের কোনও হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে কেন তাঁকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে গেল শীজান? পাশাপাশি কিছুদিন আগেই তুনিশার মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শীজানের দুই দিদি ও তাঁর মা। এবার সেই প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তুনিশার মা। এক সাক্ষাৎকারে তুনিশার মা বলেন, 'এটা সুইসাইডও হতে পারে, খুনও হতে পারে। আমি এটা বলছি কারণ শীজান তুনিশাকে অনেক দূরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেট থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বে হাসপাতাল ছিল। সেই কাছের হাসপাতালে কেন নিয়ে যাওয়া হল না? তখনও শ্বাস নিচ্ছিল। ওকে বাঁচানো সম্ভব হত।' তিনি আরও বলেন, 'আমার সঙ্গে তুনিশার সম্পর্ক ভালোই ছিল। আমাকে ছাড়া ও ঘুমাতে পারত না। আমার কাছেও ভেস মেসেজ আছে, যা ও পাঠিয়েছে। শীজানের মায়ের থেকে আমায় জানতে হবে না যে আমার মেয়ের সঙ্গে আমার কেমন সম্পর্ক ছিল। আমার কাউকে বোঝানোর দরকার নেই যে আমার পুরো জীবনটাই আমি তুনিশাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।' বুধবার ছিল তুনিশা মৃত্যু মামলায় শীজান খানের জামিনের আবেদনের শুনানি, তবে এদিন রায়দান স্থগিত রাখা হয়। আগামী শুক্রবার জামিনের আবেদনের রায় দেবে ভাসাই কোর্ট।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নেকুরসেনি স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইনের কাজের সাথে ২২.০১.২০২৩ থেকে ২৬.০১.২০২৩ (পাঁচ দিন) পর্যন্ত খড়্গপুর বিভাগের নেকুরসেনি স্টেশনে প্রাক-নন-ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেন পরিষেবাগুলি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ **ট্রেন বাতিল** ঃ ১২০৭৪ / ১২০৭৩ ভুবনেশ্বর-হাওড়া-ভুবনেশ্বর জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৩.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২২৭৮/ ১২২৭৭ পুরী- হাওড় া- পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৩.০১.২০২৩ এবং ২৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৮০৪৬ হায়দ্রাবাদ-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২২.০১.২৩, ২৪.০১.২৩ এবং ২৫.০১.২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৮০৪৫ শালিমার-হায়দ্রাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২৩.০১.২৩, ২৫.০১.২৩ এবং ২৬.০১.২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৮০৪৩/ ১৮০৪৪ হাওড়া-ভদ্রক-হাওড়া এক্সপ্রেস ২৪.০১.২০২৩, ২৫.০১.২০২৩ এবং ২৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮২১/ ১২৮২২ শালিমার-পুরী- শালিমার ধৌলি এক্সপ্রেস ২৫.০১.২০২৩ এবং ২৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ২২৮৩৬ পুরী-শালিমার এক্সপ্রেস ২৪.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে ২২৮৩৫ শালিমার-পুরী এক্সপ্রেস ২৫.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮৮২ পুরী-শালিমার গরীব রথ এক্সপ্রেস ২৫.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১২৮৮১ শালিমার-পুরী গরীব রথ এক্সপ্রেস ২৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ০৮০১৭/ ০৮০১৮ খড়গপুর-বালাসোর-খড়গপুর MEMU প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৪.০১.২০২৩, ২৫.০১.২০২৩ এবং ২৬.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৮০০৭/ ১৮০০৮ শালিমার-ভাঞ্জপুর-শালিমার এক্সপ্রেস ২৫.০১.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ০৮০৬১/ ০৮০৬২ হাওড়া-জলেশ্বর- হাওড়া মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৫.০১.২৩ এবং ২৬.০১.২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি (দান্তানে) ঃ** ১৮০৩৮ জাজপুর কেওনঝার রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেস ২৩.০১.২০২৩ তারিখে জাজপুর কেওনঝার রোড থেকে ছেড়ে যাওয়া দন্তানে সংক্ষিপ্ত হবে। ১৮০২২ খুরদা রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেস ২৪.০১.২০২৩ তারিখে খুরদা রোড থেকে ছেড়ে যাওয়া দন্তানে সংক্ষিপ্ত হবে। **ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ঃ** ১২৮৮১ শালিমার-পুরী গরীব রথ এক্সপ্রেস ২৪.০১.২০২৩ তারিখে ২০.৪৫ ঘন্টার পরিবর্তে ২১.৪৫ ঘন্টা শালিমার ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কোচের স্থায়ী বৃদ্ধি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনা করে, স্থায়ী ভিত্তিতে অতিরিক্ত কোচ সংযুক্ত করে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঃ- ২২৮৫৭ / ২২৮৫৮ সাঁতরাগাছি-আনন্দ বিহার-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেসকে স্থায়ী ভিত্তিতে একটি AC-৩ টায়ার কোচ সংযুক্ত করে সাঁতরাগাছি থেকে ১৬.০১.২০২৩ এবং আনন্দ বিহার থেকে ১৭.০১.২৩ তারিখে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হবে। ১৮০২১/ ১৮০২২ খড়গপুর- খুর্দা রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেসকে স্থায়ী ভিত্তিতে একটি এসি চেয়ার কার কোচ সংযুক্ত করে বাড়ানো হবে। ১৬.০১.২০২৩ উভয়ই খড়গপুর এবং খুরদা রোড থেকে। ১৮৬২৬/ ১৮৬২৫ হাতিয়া- পূর্ণিয়া কোর্ট - হাতিয়া এক্সপ্রেসকে স্থায়ীভাবে একটি জেনারেল চেয়ার কার কোচ সংযুক্ত করে বৃদ্ধি করা হবে। ১৬.০১.২০২৩ হাতিয়া থেকে এবং ১৭.০১.২০২৩ থেকে পূর্ণিয়া কোর্ট থেকে।

বৃহস্পতিবার ১২.০১.২০২৩ তারিখে মেট্রোর নোয়াপাড়া কারশেডের প্রশাসনিক ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন শ্রী এইচএন জয়সওয়াল অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক এবং প্রধান প্রধান প্রকৌশলী। এই শিবিরে শ্রী কে কে পাত্রো, প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে মোট ৬৭ জন মেট্রোম্যান রক্তদান করেন।

রঙিয়ায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়ে ইন্টিগ্রেটেড সিগন্যাল ও টেলিকম কন্ট্রোল স্থাপন

মালিগাঁও, ১২ জানুয়ারি ঃ সুরক্ষিত ও দ্রুত ট্রেন চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় সিগন্যালিং সিস্টেম এবং বৃহৎ পরিমানের লোকোমোটিভ ও অন্যান্য রোলিং স্টক ও ট্র্যাকের কার্যকরী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার পাশাপাশি বিস্তৃত রেলওয়ে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের প্রশাসনের জন্য দায়বদ্ধ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ। ট্রেন পরিচালনা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের নিজস্ব রেলওয়ে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক রয়েছে। কমিউনিকেশন টেকনোলজির ক্রমাগত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল ও টেলিকম টিমের মধ্যে আজকের দিনে উন্নতমানের সমন্বয়তা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, সিগন্যাল গিয়ারগুলির পর্যবেক্ষণ দূর থেকেই করা হবে। সিগন্যাল ও টেলিকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একত্রীকরণের ফলে কন্ট্রোল কর্মীদের অভাবের সময় ম্যান পাওয়ারের উন্নত ব্যবহার সম্ভব হবে। ফিল্ড গিয়ারগুলির কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ ও তার বিফলতা নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিগন্যাল ও টেলিকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একত্রীকরণের ফলে গিয়ার হেল্‌থ ও বিফলতার পর্যবেক্ষণকে সহজ করে তুলবে, যার ফলে যে কোনও যুগ্ম কাজ করার সময় অথবা কোনও বিফলতার সময় ফিল্ড কর্মীদের সাথে ভালোভাবে সমন্বয় স্থাপন করা যাবে। ইন্টিগ্রেটেড সিগন্যাল ও টেলিকম কন্ট্রোল স্থাপনের পূর্বে, ওএফসি সার্ভার রুম, টেস্ট রুম ও সিগন্যাল কন্ট্রোল তিনটি পৃথক স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে সিগন্যাল কর্মী ও টেলিকম কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় পর্যাপ্ত ছিল না। যে কোনও টেলিকম বিফলতার জন্য কর্মীরা ইকুইপমেন্ট অ্যালার্ম পর্যবেক্ষণ করতে টেস্ট রুম থেকে সার্ভার রুমে যায়। একটি স্ক্রিনে মাল্টিপল ডেটা লগার ও আইওটি ডিসপ্লে সহ ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল স্থাপনের পর ট্রেন পরিচালনার পর্যবেক্ষণ করাটা আরও সহজ হয়েছে, যার ফলে ট্রেনের উন্নত সময়ানুবর্তিতা, বিফলতা হ্রাস এবং লাইন ক্ষমতার অনুকূল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে পারে বাংলাদেশে এমন কোন শক্তি তৈরী হয়নি ঃ জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল, বাংলাদেশ, ১২ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেছেন, বাংলাদেশে এখনো এমন কোনো শক্তি তৈরি হয়নি যা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটাতে পারে, কারণ এই দলের শিকড় অনেক গভীরে। তিনি বলেন,এমন কোনো শক্তি এখনো তৈরী হয়নি বাংলাদেশে যা আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে পারে। ১২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমামের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের জন্ম ক্ষমতা দখলকারী কোন মিলিটারী ডিক্টেটরের পকেট থেকে হয়নি। আওয়ামী লীগের জন্ম এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে। কাজেই আমাদের শেক। অনেক গভীরে প্রোথিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইয়াহিয়া-আইয়ুব খান-জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়ারা আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। আগামীতেও পারবে না। বাংলাদেশের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারত প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নকর্তাকে আরেকটি ওয়ান ইলেভেন আসা নিয়ে চিন্তা না করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এটুকু বলতে পারি। ঘাবড়াবেন না, আমরা আছি না? কোনো চিন্তা নেই। বিএনপির চরম দুঃশাসন, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ ও ভুয়া ভোটার লিস্ট করে নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার খায়েশের কারণে ওয়ান ইলেভেন এসেছিল অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের দুঃশাসন, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদের কারণেই ওয়ান ইলেভেন এসেছিল। আর ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের বিজয় অনিবার্য জেনে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছিল। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে মনোনয়ন বাণিজ্য করেছিল। একটা সিটে দুইতিনটা করে নমিনেশন দেয়। একটা আসে লন্ডন থেকে। একটা যায় পুরানা পল্টন অফিস থেকে। আরেকটা গুলশান অফিস থেকে। সকালে একটা, বিকেলে একটা, দুপুরে একটা। দলের যোগ্য প্রার্থীদের কাছে লন্ডন থেকে ম্যাসেজ আসে মোটা অংকের টাকা না দিয়ে নির্বাচন করতে পারবে না। ওইভাবে যারা নির্বাচন করতে যায় তারা আর কতক্ষণ নির্বাচনে টিকে থাকে। মাঝপথে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। সরে গিয়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং তারা বিভিন্নভাবে প্রচার-অপ্রচার চালিয়ে সেটা তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে পেরেছে-এটা বাস্তব। কিন্তু জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস এখনো আওয়ামী লীগের ওপর আছে। সংসদ নেতা বলেন, ২০১৪-১৫ সালে বিএনপি আন্দোলনের নামে অগ্নিসন্ত্রাস, মানুষ খুন, মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। সরকারি ও সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এমন কোন অপকর্ম নেই যা করে তখন সরকার হঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতে জনগণের সায় তারা পায়নি। যারা নির্বাচনকে কলুষিত করেছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করেছে, মানুষের ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, যারা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তারাই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার আছে বলেই মানুষ ভোটটা শান্তিতে দিতে পারছে। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই। জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, কারণ তারা জানে-আওয়ামী লীগ যে ওয়াদা দেয় তা রাখে। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। গত ১৪ বছর আগে দেশের অবস্থা কী ছিল এবং '৭৫ পরবর্তী দীর্ঘ ২১ বছর দেশের মানুষ কেমন ছিলো তা একটু খতিয়ে দেখার জন্যও তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানান। মেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নাকচ করে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কোথায়, কত দুর্নীতি হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। স্পষ্ট করে বললে তার জবাবও তিনি দেবেন।

গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খানের এ সংক্রান্ত একটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে সম্পূরক প্রশ্নকর্তাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি- কোথায়, কত দুর্নীতি হয়েছে সেই কথাটা তাকে এখানে স্পষ্ট বলতে হবে। যার জবাব আমি দেবো। তিনি এ সময় পদ্মা সেতুর দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বিশ্ব ব্যাংক তো পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। সেখানে কী কোন দুর্নীতি হয়েছিল? দুর্নীতি হয়নি। তারা প্রমাণ করতে পারেনি। এটা শুধু আমার কথা নয়, কানাডার ফেডারেল কোর্টের মামলার রায়েই বলা হয়েছে- সকল অভিযোগ মিথ্যা। কোন অভিযোগ সত্য নয়, সব ভূয়া। সেক্ষেত্রে কীভাবে বললেন দুর্নীতি হচ্ছে বাংলাদেশে। দুর্নীতি যদি সত্য হতো! তাহলে এত অল্প সময়ে এসব প্রজেক্টের কাজ কী শেষ হতো? কোনদিন হয়েছে? তিনি বলেন, এখন আমরা প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুত দিচ্ছি। কুইক রেন্টালে যদি দুর্নীতি হতো তাহলে তো এত বিদ্যুত দিতে পারার কথা ছিলো না। বিএনপির আমলে বিদ্যুতে দুর্নীতি হয়েছিল বলেই বিশ্বব্যাংক টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কে দুর্নীতি করেছিল বলেই সেই টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে সেটা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী সরকারি দলের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে রোজা পালনের সময় ভোগপণ্যে কারসাজি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সংশ্লিষ্ট মহলকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে খাদ্যের দারুণ অভাব দেখা দেবে, যার কিছু আভাস আমরা পাচ্ছি। তবে আমাদের খাদ্য চাহিদা যেন আমাদের নিজেদের আওতায় রাখতে পারি সেই উদোগ আমরা নিয়েছি। আমি উৎপাদন বাড়াতে, কোনো জমি যাতে পড়ে না থাকে, যে যা পারে উপাদন করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষ সাড়া দিয়েছে। তিনি বলেন, রোজা বা উৎসবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিশ্বের কোথাও উৎসবের সময় জিনিসের দাম বাড়ানোর চেষ্টা হয় না। কিছু ব্যবসায়ী জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানোর চেষ্টা করতে চায়। এটা অমানবিক। তবে কেউ যদি ভোগ্যপণ্য নিয়ে কারসাজি বা মজুদের চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকার প্রধান বলেন, যারা মজুতদারি, কালোবাজারি ও এলসি খোলা নিয়ে দুই নম্বরি করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং নেবো। প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর ব্যবস্থা নেবো। মানুষের কষ্ট যেন না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবো। আহসানুল ইসলাম টিটোর সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোজার মাসে জিনিসপত্রের দাম যাতে না বাড়ে সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি মজুদদারি করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা চাই রোজার মাসে মানুষ যাতে কষ্ট না পায়। কেউ মজুদ করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা পেয়েছেন আয়ুষ্মান কার্ড ঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মাণ্ডাভিয়া জানান, আয়ুষ্মান ভারত- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে এ পর্যন্ত ২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া জানান, এই প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য সমগ্র দেশের দশ কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে উপকৃত করা।

রামচরিতমানস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর, শুরু শোরগোল

পাটনা, ১২ জানুয়ারি ঃ সন্ত, কবি, ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিক তুলসীদাসের রামচরিতমানস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে শোরগোল ফেলে দিলেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ও আরজেডি নেতা চন্দ্রশেখর। তাঁর মতে, এই বই সমাজে বিভাজন এবং বিদ্বেষ বাড়িয়েছে। বুধবার নালন্দা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। সেখানেই চন্দ্রশেখর বলেন, রামচরিতমানসে বলা হয়েছে সমাজের নীচু তলার মানুষরা লেখাপড়া শিখলে তার ফল বিষময় হবে। এই ধরনের মন্তব্য সমাজে বিভাজন বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। তবে শুধু রামচরিতমানসই নয়, মনুস্মৃতি এবং আরআসএসের প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক এমএস গোলওয়ারকারের 'বাঞ্চ অফ থটস' বইকেও সমাজে বিভাজন ছড়ানোর জন্য দায়ী করেছেন মন্ত্রী। বিতর্কিত এই মন্তব্য করেও পিছপা হননি চন্দ্রশেখর। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, আমি ক্ষমা চাইব না।

ইডেন ফেরত দর্শকদের জন্য স্পেশাল ট্রেন পূর্ব রেলের, থাকছে অতিরিক্ত মেট্রো

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ইডেনে ভারত-শ্রীলঙ্কা একদিনের ম্যাচ। দিন রাতের এই ম্যাচ শেষে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের খেলা দেখে বাড়ি ফিরতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। থাকছে বিশেষ মেট্রো রেল পরিষেবার ব্যবস্থাও । জানা গেছে, ট্রেনটি প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বারাসত অবধি চলবে। স্পেশাল ট্রেনটি প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশন থেকে রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে। বারাসত স্টেশনে পৌঁছবে রাত ১১ টা ৫০ মিনিটে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বারাসত অবধি প্রতিটি স্টেশনেই দাঁড়াবে এই ট্রেন। একই সঙ্গে বিশেষ মেট্রো রেল পরিষেবার ব্যবস্থাও থাকছে। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে দুটো অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি ট্রেন যাবে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত। অপর ট্রেনটি যাবে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত। দুটো ট্রেনই রাত ১১টা ০৩ মিনিটে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাবে।

মকর সংক্রান্তিতে কিছু ট্রেনের পথ বদল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তিতে বেশ কিছু ট্রেনের পথ বদল করা হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ যান গঙ্গাসাগরে। পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখেই ১৫ জানুয়ারি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে । রবিবার টালা স্টেশন থেকে চার জোড়া ইএমইউ চক্ররেল পরিষেবায় পথ বদল করা হবে। ২ জোড়া ট্রেন ঘোরানো হচ্ছে শিয়ালদহে (উত্তর)। ২টি ট্রেন কাঁকুরগাছি-বালিগঞ্জ রুট হয়ে মাঝেরহাট যাবে। ২টি ট্রেন বালিগঞ্জ-দমদম জংশন রুট ধরে মাঝেরহাট যাবে। এক জোড়া ট্রেন বালিগঞ্জ থেকে ঘোরানো হবে। ১ জোড়া চক্ররেল পরিষেবা বালিগঞ্জ থেকে শুরু হবে। যাবে বালিগঞ্জ-কাঁকুরগাছি পথে। এছাড়া রবিবার বাতিল থাকবে একটি ট্রেন।

সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত, যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্থানীয় প্রশাসনকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠের পরিস্থিতি সম্পর্কে বললেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান বলেছেন, যতদূর বাইপাস রোডের (যোশীমঠ, উত্তরাখণ্ড) বিষয়, সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে কাজ। কিন্তু ফরোয়ার্ড এলাকায় আমাদের অভিগম্যতা এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি প্রভাবিত হয়নি। আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করব। সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে আরও বলেছেন, ২৫-২৮টি ভবনে (সেনাবাহিনীর) ছোটখাটো ফাটল দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের স্থায়ীভাবে আউলিতে স্থানান্তর করা হবে। এদিকে, যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারই শীর্ষ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জনপদ যোশীমঠে এখনও পর্যন্ত ৭৭৩ টি বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় ১৩১ টি পরিবারকে সরানো হয়েছে নিরাপদ স্থানে। এই যদি হয় সাধারণ জনজীবনের হাল, তবে সেনার জন্যও ভাল খবর নেই। যোশীমঠের বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত সেনাশিবিরগুলির ২০টি ভবনে 'বিপজ্জনক ফাটল' দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় চিন সীমান্ত থেকে জওয়ানদের নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে জানান সেনা প্রধান মনোজ পাণ্ডে। আগেই জানা গিয়েছিল, যোশীমঠের বিপর্যয়ে LAC-র সেনাশিবিরগুলির ক্ষতি হয়েছে। সেখানেও 'বিপজ্জনক ফাটল' দেখা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আইটিবিপির বেশ কিছু ঘরবাড়ি। জওয়ান এবং অফিসারদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তা ছাড়া এলএসি-মুখী বেশ কিছু সড়কে ফাটল ধরায় সেনা ও আইটিবিপির গতিবিধি শ্লথ হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্গম সীমান্ত চৌকিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কঠিন হচ্ছে। এই অবস্থায় সেনা প্রধান মনোজ পান্ডে জানান, বেশ কিছু সেনাশিবিরে ফাটল ধরায় জওয়ানদের নিরাপদ স্থানে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সেনা প্রধান বলেন, প্রয়োজনে আমরা আরও বেশ কিছু ইউনিট সেনা স্থানান্তর করব, তবে আমাদের অপারেশনাল প্রস্তুতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জেনারেল পান্ডে আরও জানান, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এদিকে বুধবার রাতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি এলাকা পর্যবেক্ষণে আসেন। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে যোশীমঠে আসেন ধামি। বিপর্যস্ত এলাকা খতিয়ে দেখেন। ত্রাণশিবিরেও যান। আশ্বাস দেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হবে বাজারদর মেনেই। এপর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকা করে প্রাথমিক ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা যোশীমঠের মানুষের পাশে রয়েছি। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টির দিকে নজর রেখেছেন। ওঁর সম্পূর্ণ সমর্থন আমার সঙ্গে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বার্থ অবশ্যই দেখা হবে। পাশাপাশি ধামির বক্তব্য, এমন বলা হচ্ছে যেন গোটা রাজ্যই ঝুঁকির মুখে। তাঁর কথায়, এমন একটা কথা রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে অলিতে আন্তর্জাতিক শীতকালীন গেমস রয়েছে। কয়েক মাস পরে চারধাম যাত্রা। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এদিকে ফাটল আতঙ্কের মধ্যেই যোশীমঠে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যদিও মুষলধারে নয়, বুধবার থেকে এখনও পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির কথাই জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি চামৌলির সুনীল অঞ্চলে শুরু হয়েছে তুষারপাত। আকাশ ঢেকে আছে ঘন মেঘে। এহেন পরিস্থিতিতে ধস নামার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ে খতিয়ে আলোচনা করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জরুরী বৈঠক করছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে।

তুষারধসে মৃত ১, নিখোঁজ এক

শ্রীনগর, ১২ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ তুষারধস নেমে এল মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে। এই তুষারধসে মৃত্যু হয়েছে একজন শ্রমিকের, এছাড়াও একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গ এলাকার জোজিলা, বলতালের কাছে সারবল এলাকায় তুষারধসের ঘটনা ঘটেছে। সারবল এলাকায় তুষারধসের খবর পাওয়ার পরপরই, কোনও ধরনের জরুরি অবস্থা এড়াতে প্রশাসন সক্রিয় করা হয়। কয়েক ঘন্টা মূল্যায়নের পর, বরফের নীচে একজন শ্রমিকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এছাড়াও একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর আধিকারিকরা।

Name Change

I, RUMKI ROY NAG (OLD NAME) W/o RANA NAG residing at D 14 Kali Chatterjee Avenue, Garia, PS-Sonarpur, Baruipur- 700084 WB, India, I have changed my name (shall henceforth be known as) RUMKI ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/01/2023. RUMKI ROY NAG and RUMKI ROY all are same and one identical person.

Name Change

I, GAKUL SAHA (old name) S/O GOSTHA SAHA resident of Dakshin Ramchandra Para, PO-Narendrapur, Baruipur, S 24 Pgs-700103 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GOKUL SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/01/2023. GAKUL SAHA and GOKUL SAHA all are same and one identical person.

Name Change

I, ISMAIL ALI MOLLA (old name) S/O LATE DUKHA MOLLA resident of VILL-NARABUNIA PARA, PO-KALIKATALA, PS-JIBANTALA, Dist-24 Pgs(South), Pin-743329 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ISMAIL MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/01/2023. ISMAIL ALI MOLLA and ISMAIL MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I, SAGARMOI KUNDU (old name) S/O BHABESH KUNDU resident of BD-190, Salt Lake, Sector-I, Bidhannagar-700064 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAGARMOY KUNDU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/01/2023. SAGARMOI KUNDU and SAGARMOY KUNDU all are same and one identical person.

Name Change

I, ASHA DEVI MAIYA (old name) D/O KESHAR DEO KABRA resident of Mangtu Ram Compound, Siliguri Bazar, PS-Siliguri, Pin- 734005 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHA MAIYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/01/2023. ASHA DEVI MAIYA and ASHA MAIYA all are same and one identical person.

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 13(4), 14(3), AND 15(2) AND SUCH OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PH TRADING LIMITED

Corporate Identification Number: L51109WB1982PLC035011
Registered Office - B Block, 113, 10th Floor, Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, India;
Contact Number: 033-22299697 / 22299538 / 40675050 / 22268993; **Email Address:** himatsingka@hotmail.com; **Website:** https://phtradinglimited.com/

Open Offer for acquisition of upto 1,23,340 Equity Shares representing 25.70% (Twenty Five Point Seventy Percent) of the voting share capital of PH Trading Limited ('Target Company' or 'PHTRADING') at an offer price of ₹75.00 (Rupees Seventy Five Only) per Equity share, by Santan Investment Advisory LLP ('Acquirer 1'), Mr. Mallinath Madineni ('Acquirer 2') and Mrs. Prathima Mallinath Madineni ('Acquirer 3') (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') pursuant to and in compliance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 as amended ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Detailed Public Statement (the '**DPS**') is being issued by Bonanza Portfolio Limited ('**BPL**'), the Manager to the Open Offer (**'Manager to the Offer'**), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3), and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to the Public Announcement dated Friday, January 06, 2023, which was filed with The Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**'), BSE Limited where the shares of the Target Company are listed ('**BSE**'), and the Target Company at its registered office, in compliance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 and other applicable Regulations of the SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement was sent to BSE and the Target Company on Friday, January 06, 2023 and was submitted to SEBI on Monday, January 09, 2023, in terms of Regulations 14(1) and 14(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

I. DETAILS OF THE ACQUIRERS, PROMOTER SELLERS, TARGET COMPANY, AND OFFER

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS

1. Santan Investment Advisory LLP (Acquirer 1)

1.1 Acquirer 1, Santan Investment Advisory LLP, an LLP bearing LLPIN 'ABB-9620' registered under the Limited Liability Act, 2008, vide Certificate of Incorporation dated August 03, 2022 and having its registered office at 1005 Falcon Crast, Raheja Sherwood, Nirlon Compound, W.E Highway, Goregaon East, Mumbai 400063, Maharashtra.

1.2 The Net Worth of Acquirer 1 as on Saturday, December 31, 2022, is ₹15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs Only) as certified bearing unique document identification number '23614785BGROER7365' on Friday, January 06, 2023, by Chartered Accountant, Akash Prajapati bearing membership number '614785', proprietor at Akash Prajapati & Company, Chartered Accountants bearing firm registration number '0158112W' having their office located at 1117A, Hubtown Viva, Western Express Highway, Jogeshwari (East), Mumbai 400060, Maharashtra with contact details being '+91 9987908303' and Email Address being kumavatcaakash22@gmail.com.

2. Mr. Mallinath Madineni (Acquirer 2)

2.1 Mr. Mallinath Madineni, son of Narayana Madineni, aged 52 years, Indian Inhabitant, bearing Permanent Account Number 'AIAPM2242G' under the Income Tax Act, 1961, resident at 1005 Falcon Crast, Raheja Sherwood, Nirlon Compound, W.E Highway, Goregaon East, Mumbai- 400063, Maharashtra, bearing Director Identification Number '01556784'.

2.2 He has completed his master's degree in Management from Gulbarga University. He has an experience of 26 years in the field of Corporate and Financial Advisory. He is a Director in Slesha Commercial Limited, FA Financial Consultants Private Limited, Finance Avenue Capital Advisers Private Limited and Dwip Agencies Limited.

2.3 He holds 41710 equity shares constituting 8.69% paid up capital of the Target Company before executing Share Purchase Agreement.

2.4 The Net Worth of Acquirer 2 as on Saturday, December 31, 2022, is ₹6,16,75,000/- (Rupees Six Crore Sixteen Lakhs Seventy-Five Thousand Only) as certified bearing unique document identification number '23614785BGROEP7489' on Friday, January 06, 2023, by Chartered Accountant, Akash Prajapati bearing membership number '614785', proprietor at Akash Prajapati & Company, Chartered Accountants bearing firm registration number '0158112W' having their office located at 1117A, Hubtown Viva, Western Express Highway, Jogeshwari (East), Mumbai 400060 with contact details being '+91 9987908303' and Email Address being ' kumavatcaakash22@gmail.com'.

3. Mrs. Prathima Mallinath Madineni (Acquirer 3)

3.1 Mrs. Prathima Mallinath Madineni, daughter of Mr. Muniratnam Naidu Dodhala, aged 49 years, Indian Inhabitant, bearing Permanent Account Number 'AMEPD5989P' under the Income Tax Act, 1961, resident at 1005 Falcon Crast, Raheja Sherwood, Nirlon Compound, W.E Highway, Goregaon East, Mumbai- 400063, Maharashtra, bearing Director Identification Number '06365444'.

3.2 She has completed her Master's degree in Management from SIES. She has an experience of 22 years in the field of Corporate and Financial Advisory. She is a Director in FA Financial Consultants Private Limited, Prokopto India Private Limited and Venkateswaera Organic and Naturals Private Limited.

3.3 The Net Worth of Acquirer 3 as on Saturday, December 31, 2022, is ₹7,54,92,000/- (Rupees Seven Crores Fifty-Four Lakhs Ninety-Two Thousand Only) as certified bearing unique document identification number '23614785BGROEQ9689' on Friday, January 06, 2023, by Chartered Accountant, Akash Prajapati bearing membership number '614785', proprietor at Akash Prajapati & Company, Chartered Accountants bearing firm registration number '0158112W' having their office located at 1117A, Hubtown Viva, Western Express Highway, Jogeshwari (East), Mumbai 400060, Maharashtra with contact details being '+91 9987908303' and Email Address being ' kumavatcaakash22@gmail.com'.

4. Acquirers' Confirmation and Undertaking

The Acquirers have individually confirmed, warranted, and undertaken that:

4.1 They do not belong to any group. The Acquirer 2 and Acquirer 3 share the relationship of Husband and wife.

4.2 They are not forming part of the present promoters and promoter group of the Target Company.

4.3 They are not related to the promoters, directors, or key employees of the Target Company.

4.4 There are no directors representing them on the board of the Target Company.

4.5 Acquirer I and Acquirer 3 do not hold any equity shares in the Target Comapny, prior to the execution of the Share Purchase Agreement, and subsequently, pursuant to the consummation of the Share Purchase Agreement transaction, they shall be classified and will become the promoters of the Target Company, subject to the compliance of the SEBI (LODR) Regulations.

4.6 They will not sell the Equity Shares of the Target Company, held, and acquired, if any, during the Offer period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.7 They have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act or under any other Regulation made under the SEBI Act.

4.8 They have not been categorized nor are appearing in the 'Wilful Defaulters or a Fraudulent Borrowers' list issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on wilful defaulters or fraudulent borrowers issued by the Reserve Bank of India.

4.9 They have not been declared as 'Fugitive Economic Offenders' under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

B. INFORMATION ABOUT THE PROMOTER SELLERS

1. The Promoter Sellers form a part of the promoter and promoter group of the Target Company, and prior to the execution of the Share Purchase Agreement, they collectively hold 3,14,950 (Three Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred and Fifty) Equity Shares, representing 65.61% (Sixty-Five Point Sixty One Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company.

2. Pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement, the Acquirers have agreed to purchase the said Sale Shares from the Promoter Sellers.

3. The details of the Promoter Sellers who have entered into the Share Purchase Agreement with the Acquirers, are as follows:

Name and Address of the Promoter Seller	Nature of Entity	Group	Part of Promoter/ Promoter Group of Target company	Details of Equity Shares/Voting Rights held by the Promoter Seller			
				Pre-SPA Transaction		Post-SPA Transaction	
				No of Equity Shares	% of equity shareholding	No of Equity Shares	% of equity shareholding
Avishek Himatsingka Permanent Account Number: AASPH1474M Resident at Poddar Point, 113, Park Street, B Block, 10th Floor, Kolkata 700016, West Bengal, India	Individual	None	Yes	2,90,950	60.61%	0.00	0.00
Variable Plaza Private Limited bearing Corporate Identification Number: U51109WB1993PTC060669' and Permanent Account Number: 'AAACV8935A' having its registered office at Poddar Point, 113, Park Street, B Block, 10th Floor, Kolkata 700016, West Bengal, India.	Corporate	None	Yes	24,000	5.00%	0.00	0.00
Total				3,14,950	65.61%	-	-

4. Post completion of the Offer formalities, the Promoter Sellers shall relinquish the control and management over the Target Company in favor of the Acquirers, in accordance and compliance with the provisions of Regulation 31A of SEBI (LODR) Regulations, and shall be declassified from the 'promoter and promoter group' category of the Target Company subject to receipt of necessary approvals required in terms of Regulation 31A(10) of the SEBI (LODR) Regulations and the satisfaction of conditions prescribed therein.

5. The Promoter Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulation made under the SEBI Act.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

1. The Target Company is a public limited company that was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, under the name and style of 'Larsen Services & Trading Company Limited', vide Certificate of Incorporation bearing registration number '35011 of 1982' vide certificate dated June 25, 1982. Further, the name of the Company was subsequently changed from 'Larsen Services & Trading Company Limited' to 'PH Trading Limited' on March 12, 2004. The CIN of the Target Company is 'L51109WB1982PLC035011', and its registered office is located at B Block, 113, 10th Floor, Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, India.

2. The Equity Shares of the Target Company are presently listed only on BSE Limited.

3. The Equity Shares bears ISIN 'INE603D01017', Scrip Code '512026' and Scrip ID 'PHTRADING'. The Target Company has already established connectivity with the Depositories.

4. The Equity Share capital of the Target Company is as follows:

Sr. No.	Particulars	Number of Equity Shares	Aggregate amount of Equity Shares	Voting Share Capital
1	Authorized Equity Share capital	5,00,000 (Five Lakhs)	₹50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs Only)	100.00% (Hundred Percent)
2	Issued, subscribed, and paid- up Equity Share capital	4,80,000 (Four Lakhs and Eighty Thousand)	₹48,00,000/- (Rupees Forty-Eight Lakhs Only)	100.00% (Hundred Percent)

5. As on the date of this Detailed Public Statement, the Target Company doesn't have:

5.1. Any partly paid-up equity shares;

5.2. Outstanding instruments in warrants, or options or fully or partly convertible debentures/preference shares/ employee stock options, etc., which are convertible into Equity Shares at a later stage;

5.3. Equity Shares which are forfeited or kept in abeyance;

5.4. Equity Shares which are subject to any lock-in obligations;

5.5. Outstanding Equity Shares that have been issued but not listed on any stock exchanges.

6. The Target Company has never been suspended on BSE Limited.

7. Based on the information available from BSE Limited, the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE Limited within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

8. The audited financial information for the Financial Years ending March 31, 2022, March 31, 2021, and March 31, 2020, are as follows:

(Amount in Lakhs except Equity Share data)

Particulars	Unaudited Financial Statements for the half-year ending September 30, 2022	Audited Financial Statements for the Financial Year ending March 31ˈ		
		2022	2021	2020
Total Revenue	5.45	21.82	213.92	356.82
Net Earnings or Profit/(Loss) after tax	(1.89)	14.55	(5.70)	(19.10)
Earnings per Share (EPS)	(0.39)	3.04	(1.19)	(3.98)
Net Worth	258.31	260.2	245.7	272.6

9. The present Board of Directors of the Target Company are as follows:

Sr. No.	Name	Date of Initial Appointment	Director Identification Number	Designation
1.	Prakash Chandra Himatsingka	Friday, July 01, 2011	00613105	Chairperson and Executive Director
2.	Avishek Himatsingka	Wednesday, April 06, 2005	00613082	Executive Director
3.	Amar Chand Agarwal	Saturday, May 11, 2013	00651225	Independent Director
4.	Tushar Suresh Dave	Monday, June 10, 2019	00659965	CEO
5.	Ashok Kumar Jhanwar	Monday, March 03, 1997	01578623	Independent Director
6.	Arati Trivedi	Friday, March 27, 2015	07139880	Woman Director and Independent Director

D. DETAILS OF THE OFFER

1. The Offer is being made by the Acquirers under the provisions of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to acquire up to 1,23,340 (One Lakh Twenty-Three Thousand Three Hundred and Forty) Equity Shares representing 25.70% (Twenty Five Point Seventy Percent) of the Voting Share Capital, at a price of ₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) per Offer Share from the Public Shareholders of the Target Company. Assuming full acceptance, the total consideration payable by the Acquirers under this Offer at the Offer Price aggregates to ₹92,50,500/- (Rupees Ninety Two Lakh Fifty Thousand Five Hundred Only) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, subject to the terms and conditions set out in the Offer Documents.

2. This Offer is being made under SEBI (SAST) Regulations, to all the Public Shareholders of the Target Company as of Wednesday, February 15, 2023, other than the parties to the Share Purchase Agreement under the provisions of Regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations.

4. This Offer is not a competitive bid in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.

5. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.

6. There are no conditions as stipulated in the Share Purchase Agreement, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirers, and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. The Equity Shares of the Target Company to be acquired by the Acquirers are fully paid-up, free from all liens, charges, and encumbrances, and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus, and rights offer declared thereof.

8. The Manager does not hold any Equity Shares in the Target Company as of the date of appointment as Manager to the Offer. The Manager hereby declares and undertakes that, it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of their appointment as Manager until the expiry of 15 (Fifteen) Days from the date of closure of this Offer.

9. To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, as on the date of this Detailed Public Statement, there are no statutory or other approvals required to implement the Offer other than as indicated in Paragraph VII of this Detailed Public Statement. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirers will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) Working Days of such withdrawal in the Newspapers and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE, and to the Target Company at its registered office.

10. The Acquirers do not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance, or otherwise for a period of 2 (Two) years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within 2 (Two) years from the completion of the Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot and the notice for such postal ballot shall contain reasons as to why such alienation is necessary in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations.

11. This Detailed Public Statement is being published in the following newspapers:

Publication	Language	Edition
Financial Express	English	All Editions
Jansatta	Hindi	All Editions
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition
Duranta Barta	Bengali daily	Kolkata Edition

12. The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that all the Equity Shares validly tendered by them are free from all liens, charges, and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof, and in accordance with the terms and conditions set forth in this Detailed Public Statement, and as will be set out in the Offer Documents, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents for it to sell the Offer Shares on the foregoing basis.

13. If the aggregate number of Equity Shares validly tendered in this Offer by the Public Shareholders, is more than the Offer Size, then the Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders will be accepted on a proportionate basis, in consultation with the Manager.

14. As per Regulation 38 of the SEBI (LODR) Regulations read with rule 19A of the SCRR, the Target Company is required to maintain at least 25.00% (Twenty-Five Percent) public shareholding as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Pursuant to the completion of this Offer, the public shareholding in the Target Company shall fall below the minimum level required as per Rule 19A of the SCRR, and the Acquirers will ensure that the Target Company satisfies the minimum public shareholding set out in Rule 19A of the SCRR in compliance with applicable laws, within the prescribed time, and in a manner acceptable to the Acquirers.

15. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of 26 (Twenty-Six) weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price to all Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer within 60 (Sixty) days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, including subsequent amendments thereto, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

16. The payment of consideration shall be made to all the Public Shareholders, who have tendered their Equity Shares in acceptance of the Offer within 10 (Ten) Working Days of the expiry of the Tendering Period. Credit for consideration will be paid to the Public Shareholders who have validly tendered Equity Shares in the Offer by crossed account payee cheques/pay order/demand drafts/ electronic transfer. It is desirable that Public Shareholders provide bank details in the Form of Acceptance cum Acknowledgement, so that the same can be incorporated in the cheques/demand draft/pay order.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

A. The Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement with the Promoter Sellers with an intent to purchase 3,14,950 (Three Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred and Fifty) Equity Shares, representing 65.61% (Sixty-Five Point Sixty One Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company from the Promoter Sellers at a negotiated price of ₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) per Sale Share, aggregating to an amount of ₹2,36,21,250.00/- (Rupees Two Crores Thirty-Six Lakhs Twenty-One Thousand Two Hundred and Fifty Only), payable through banking channels subject to such terms and conditions as mentioned in the Share Purchase Agreement and subject to Acquirers maintaining their shareholding within the limits prescribed for minimum public shareholding with the acquisition will result in the change in control and management of the Target Company, the details of which are specified as under:

Promoter Sellers			Acquirers		
Name of the Promoter Sellers	No. of Equity Shares	% of Equity Shares/ Voting Rights	Name of the Acquirers	No. of Equity Shares	% of Equity Shares/ Voting Rights
Mr. Avishek Himatsingka	2,90,950	60.61 %	Santan Investment Advisory LLP	3,14,950	65.61%
Variable Plaza Private Limited	24,000	5.00 %	Mallinath Madineni	0	0.00
			Prathima Mallinath Madineni	0	0.00
Total	3,14,950	65.61%	Total	3,14,950	65.61%

B. The Promoter Sellers have irrevocably agreed to relinquish the management control of the Target Company in favor of the Acquirers, subject to the receipt of all the necessary approvals and the Acquirers completing all the Offer formalities. Upon completion of the Offer, the Promoter Sellers shall cease to be promoters of the Target Company and the Acquirers shall become the new promoters of the Target Company, subject to compliance with conditions stipulated in Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations.

C. The prime object of this Offer is to acquire substantial Equity Shares and Voting Rights capital accompanied by control over the Target Company. The Acquirers intend to expand the Target Company's business activities by carrying on additional business for commercial reasons and operational efficiencies. The Acquirers reserve the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any change in the structure that may be carried out, will be in accordance with applicable laws.

III. EQUITY SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

A. The current and proposed shareholding pattern of the Acquirers in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirers	
	Number of Equity Shares	% of Voting Share Capital
Shareholding as on the Public Announcement date	41710	8.69%
Equity Shares acquired between the Public Announcement date and the Detailed Public Statement date	Nil	Nil
Equity Shares acquired through Share Purchase Agreement	3,14,950	65.61%
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer*	1,23,340	25.70%
Post-Offer Shareholding on diluted basis on 10th (Tenth) Working Day after closing of Tendering Period*	**4,80,000**	**100.00%**

**Assuming all the Equity Shares which are offered are accepted in this Offer.*

IV. OFFER PRICE

A. The Equity Shares bearing ISIN 'INE 603D01017', Scrip Code '512026' and Scrip ID 'PHTRADING' are presently listed on BSE Limited. The Target Company has already established connectivity with the Depositories.

B. Based on the information available on the site of BSE Limited there has been no trading in the shares of the Target company during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of the Public Announcement i.e. Saturday, January 01, 2022, to Saturday, December 31, 2022. Hence, the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on the BSE Limited in accordance with the provisions of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

C. The Offer Price of ₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) has been determined considering the parameters as set out under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations, being highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price
a)	Negotiated Price under the Share Purchase Agreement attracting the obligations to make a Public Announcement for the Offer	₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only)
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s) by the Acquirers, during the 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers, during the 26 (Twenty-Six) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price of Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of Public Announcement as traded on BSE where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable
e)	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the Manager considering valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of Equity Shares	₹53.81/-* (Rupees Fifty-Three and Eighty-One Paise Only)

**Cost Accountant Suman Kumar Verma, bearing Membership number '28453', IBBI Registered Valuer Registration number 'IBBI/RV/05/2019/12376' and having his office at Rz-26p/205e ,Lane No. 10E 8B , Indra Park , Palam Colony ,South West, National Capital Territory Of Delhi ,110045 with the Email address being 'pskverma@gmail.com', through his valuation report dated Friday, January 06, 2023, has certified that the fair value of the Equity Share of Target Company is ₹53.81/- (Rupees Fifty-Three and Eighty-One Paise Only) per Equity Share.*

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirers and Manager, the Offer Price of ₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) per Equity Share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations and is payable in cash.

D. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted in the event of any corporate actions like bonus, rights issue, stock split, consolidation, dividend, demergers, reduction, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls between the date of this Detailed Public Statement up to 3 (Three) Working Days prior to the commencement of the Tendering Period, in accordance with Regulation 8 (9) of the SEBI (SAST) Regulations.

E. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this Detailed Public Statement. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers would comply with Regulation 18 and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations.

F. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last 1 (One) Working Day before the commencement of the Tendering Period in accordance with the provisions of Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall: (i) make corresponding increases to the escrow amounts, as more particularly set out in Paragraph V (E) of this Detailed Public Statement; (ii) make a public announcement in the Newspapers; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE Limited, and the Target Company at its registered office of such revision.

G. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of 26 (Twenty-Six) weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, the Acquirers will pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within 60 (sixty) days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another Open Offer under SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

A. In terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have adequate financial resources and have made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of their own sources/ Net-worth and no borrowings from any Bank and/ or Financial Institutions. Chartered Accountant, Akash Prajapati bearing membership number '614785', proprietor at Akash Prajapati & Company (Chartered Accountants) bearing firm registration number '0158112W' having their office located at 1117A, Hubtown Viva, Western Express Highway, Jogeshwari (East), Mumbai 400060, Maharashtra with contact details being '+91 9987908303' and Email Address being kumavatcaakash22@gmail.com has certified that sufficient resources are available with the Acquirers, and for fulfilling their Offer obligations in full.

B. The maximum consideration payable by the Acquirers to acquire up to 1,24,800 (One Lakh Twenty-Four Thousand and Eight Hundred) Equity Shares, representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company at the Offer Price of ₹75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) per Offer Share, assuming full acceptance of the Offer aggregating to ₹93,60,000.00/- (Rupees Ninety-Three Lakh Sixty Thousand Only). In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have opened an Escrow Account under the name and style of '**SANTAN INVESTMENT ADVISORY LLP - PH TRADING OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT**' with IDFC Bank Limited (hereinafter referred to as the '**Escrow Banker**') and have deposited an amount of ₹25,00,000.00/- (Rupees Twenty-Five Lakhs Only) i.e., more than 25.00% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance.

C. The Manager is duly authorized to operate the Escrow Account to the exclusion of all others and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

D. Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered Accountant, the Manager is satisfied with the ability of the Acquirers to fulfill their obligations in respect of this Offer in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

E. In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirers would deposit appropriate additional amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

A. As on the date of this Detailed Public Statement, to the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirers later before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals.

B. All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.

C. The Acquirers shall complete all procedures relating to the payment of consideration under this Offer within a period of 10 (Ten) Working Days from the date of expiry of the Tendering Period to those Public Shareholders who have tendered Equity Shares and are found valid and are accepted for acquisition by the Acquirers.

D. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any wilful default or neglect of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the Public Shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if a delay occurs on account of wilful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

E. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals mentioned in Paragraph VII (A) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, the Acquirers (through the Manager), shall within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the Detailed Public Statement was published, and such announcement will also be sent to SEBI, BSE Limited, and the Target Company at its registered office.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. No.	Tentative Activity Schedule	Day and Date
1.	Issue date of the Public Announcement	Friday, January 06, 2023
2.	Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers	Friday, January 13, 2023
3.	The last date for filing the Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, January 20, 2023
4.	Last date for Competing Offer(s)	Monday, February 06, 2023
5.	The last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager)	Monday, February 13, 2023
6.	**Identified Date**	**Wednesday, February 15, 2023**
7.	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	Wednesday, February 22, 2023
8.	Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the Newspapers	Friday, February 24, 2023
9.	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Tuesday, February 28, 2023
10.	Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers	Tuesday, February 28, 2023
11.	**Date of commencement of Tendering Period**	**Wednesday, March 01, 2023**
12.	**Date of closing of Tendering Period**	**Wednesday, March 15, 2023**
13.	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Friday, March 31, 2023

Note: The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations;

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

A. As per the provisions of Regulation 40 (1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference number 'PR 49/2018', requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with SEBI bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020', shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

B. All Public Shareholders, registered or unregistered, holding the Equity Shares in dematerialized form or holding locked-in Equity Shares are eligible to participate in this Offer at any time during the period from the Offer Opening Date and Offer Closing Date before the closure of the Tendering Period. All Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. The accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

C. The Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited in the form of a separate window as provided under the SEBI (SAST) Regulations read with Acquisition Window Circulars.

D. BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Offer Shares in the Offer.

E. The Acquirers have appointed Nikunj Stock Brokers Limited as the registered broker for this Offer, through whom the purchases and the settlement of the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	Nikunj Stock Brokers Limited
Address	A-92, Ground floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007
Contact Number	+91-011-47030000/01
E-mail Address	info@nikunjonline.com
Contact Person	Mr. Pramod Kumar Sultania

F. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock-brokers ('**Selling Brokers**') within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED OR COURIERED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE. KINDLY READ IT CAREFULLY BEFORE TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER. EQUITY SHARES ONCE TENDERED IN THE OFFER CANNOT BE WITHDRAWN BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS.

X. OTHER INFORMATION

A. The Acquirers accept full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement and for their obligations as laid down in SEBI (SAST) Regulations. All information pertaining to the Target Company has been obtained from (i) publicly available sources, or (ii) any information provided or confirmed by the Target Company, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Manager.

B. The Acquirers have appointed Purva Sharegistry (India) Private Limited, as the Registrar to the Offer, having their office located at Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai – 400011, Maharashtra, India, with contact number being '+022-23010771/49614132', Email Address being 'support@purvashare.com' and website 'www.purvashare.com'. The contact person Ms. Deepali Dhuri, the contact person can be contacted from 10:00 a.m. (Indian Standard Time) to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on working days (except Saturdays, Sundays, and all public holidays), during the Tendering Period.

C. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have appointed Bonanza Portfolio Limited as the Manager.

D. This Detailed Public Statement will be available and acc essible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in. and BSE at www.bseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer

Bonanza
make money. not mistakes.

Bonanza Portfolio Limited
CIN: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2,
Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub,
Goregaon (East), Mumbai - 400 063
Contact Person: Ms. Swati Agrawal
Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

For and on behalf of the Acquirers

Place: Mumbai

Date: Thursday, January 12, 2023

ইডেনে সিরিজ ভারতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ ইডেনে দেখা গেল বোলারদের দাপট। দু'দলের বোলাররাই ভাল বল করলেন। তবে ব্যাটারদের যুদ্ধে বাজিমাত করল ভারত। বলা ভাল, ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করলেন লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। বল হাতে যদি মদম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব ভারতের নায়ক হন, তো ব্যাট হাতে মিডল অর্ডারে রাহুল-হার্দিক জুটি ভাল খেললেন। রাহুল অর্ধশতরান করলেন। ফলে প্রথমে গুয়াহাটি, তার পর কলকাতা, পর পর দু'টি এক দিনের ম্যাচ জিতে সিরিজ জিতলেন রোহিত শর্মারা। গুয়াহাটিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুগতে হয়েছিল। তাই শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শনাকা ভেবেছিলেন, ইডেনে প্রথমে ব্যাট করে ভারতকে চাপে ফেলে দেবেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, ভারতীয় দলে কুলদীপ রয়েছেন। যিনি এই মাঠকে হাতের তালুর মতো চেনেন। কুলদীপের ঘূর্ণিতে মাথা ঘুরল শ্রীলঙ্কার। শুরুটা ভাল করেও মাঝের ওভার পর পর উইকেট পড়ল। শেষ পর্যন্ত ২১৫ রানে অলআউট হয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। দলে ফিরে ৩ উইকেট নিলেন ভারতের বাঁ হাতি চায়নাম্যান বোলার। ৩ উইকেট নিলেন সিরাজও। ইনিংসের শুরুটা ভাল করেছিল শ্রীলঙ্কা। নিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে নুয়ানিদু ফার্নান্ডো যথেষ্ট পরিণত ব্যাটিং শুরু করেন। সাবলীল দেখাচ্ছিল তাঁকে। দলের অপর ওপেনার আবিষ্কা ফার্নান্ডোও ভাল খেলছিলেন। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে আবার নিজের হাতের জাদু দেখালেন মহম্মদ সিরাজ। আবিষ্কাকে আউট করলেন তিনি। দ্বিতীয় উইকেটের জন্য ভাল জুটি বাঁধেন নুয়ানিদু ও কুশল মেন্ডিস। পেসাররা তাঁদের সমস্যায় ফেলতে পারছিলেন না। হার্দিক পান্ডিয়া ও উমরান মালিকের গতি ব্যবহার করে রান করতে থাকেন তাঁরা। নিজের অভিষেক ম্যাচেই অর্ধশতরান করেন নুয়ানিদু। পেসাররা উইকেট তুলতে না পারায় কুলদীপের হাতে বল তুলে দেন রোহিত। নিজের প্রথম ওভারে মেন্ডিসকে ৩৪ রানের মাথায় আউট করেন কুলদীপ। পরের ওভারেই ধনঞ্জয় ডি সিলভাকে সাজঘরে ফেরান অক্ষর পটেল। শ্রীলঙ্কার ইনিংসকে বড় ধাক্কা দেন শুভমন গিল। তাঁর থ্রোয়ে ৫০ রান করে রান আউট হন নুয়ানিদু। শ্রীলঙ্কার বড় ভরসা ছিলেন অধিনায়ক শনাকা। কিন্তু এই ম্যাচে ভাল খেলতে পারলেন না

তিনি। কুলদীপের বল উইকেট ছেড়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড হলেন তিনি। ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ কয়েকটি বড় শট খেললেও ২১ রান করে সাজঘরে ফিরলেন। নির্দিষ্ট ব্যবধানে উইকেট পড়ছিল শ্রীলঙ্কার। জুটি বাঁধতে পারছিলেন না তাঁরা। শেষ দিকে নেমে দুনিথ ওয়েল্লালাগে, চামিকা করুণারত্নেরা কিছু রান করেন। ব্যাটের খোঁচায় লেগে ইডেনের দ্রুত আউটফিল্ড কিছু বলকে বাউন্ডারি পার করায়। ফলে শ্রীলঙ্কা ২০০-র গণ্ডি পেরোয়। পছন্দের ইডেনে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা দু'জনেই রান পেলেন না। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই ভারতের ৩ উইকেট পড়ে যায়। ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন করুণারত্নে। ১৭ রানের মাথায় রোহিতকে আউট করলেন তিনি। তার পরে খেলার গতির বিপরীতে আউট হলেন অপর ওপেনার শুভমন। লাহিরু কুমারাকে পর পর দু'টি চার মেরে তৃতীয় চার মারতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন তিনি। তবে তখনও কুমারার চমক বাকি ছিল। তাঁর ভিতরের দিকে ঢুকে আসা বল বুঝতে না পেরে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরলেন কোহলি। মাত্র ৪ রান করলেন তিনি। ভাল দেখাচ্ছিল শ্রেয়স আয়ারকে। লোকেশ রাহুলের সঙ্গে জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন তিনি। কয়েকটি বড় শট খেলেন। কিন্তু ২৮ রানের মাথায় কাসুন রাজিথার একটি ভিতরের দিকে ঢুকে আসা বলে লাইন মিস করে এলবিডব্লিউ হলেন তিনি। ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে জুটি বাঁধেন রাহুল ও হার্দিক। ধীরে ধীরে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ৩৬ রানের মাথায় হার্দিক আউট হয়ে গেলে আবার চাপে পড়ে যায় ভারত। দলকে জেতানোর ভার পুরো এসে পড়ে রাহুলের উপর। দায়িত্ব নিয়ে খেললেন রাহুল। প্রথমে অক্ষর ও পরে কুলদীপকে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় দলকে জয়ের দিকে নিয়ে গেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩৮ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে গেল ভারত। রাহুল ১০৩ বলে ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকলেন। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করল ভারত। ২-০ সিরিজ জিতে গেল তারা। আগামী রবিবার তিরুঅনন্তপুরমে সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলতে নামবে দু'দল। নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচে দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে রোহিতদের কাছে।

'বাবাকে নিয়মিত মহিলার জোগান দিতে হবে', চুক্তির তথ্য ফাঁস নেইমারের

সাও পাওলো, ১২ জানুয়ারিঃ ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে ফুটবলারের চুক্তি। সেই চুক্তিতে টাকার অঙ্ক, থাকার জায়গা, জীবন যাপনের বাকি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি ছাড়া আর কী থাকতে পারে! নেইমারের সঙ্গে বার্সার চুক্তির শর্ত ফাঁস হয়েছে। সেই শর্তের কথা শুনলে চমকে যাবেন। স্যান্টোস থেকে বার্সেলোনায় নেইমারের ট্রান্সফার ফি নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছে। কর ফাঁকির মতো গুরুতর অভিযোগে নেইমারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল স্পেনের আদালতে। নেইমার বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনে যোগ দিয়েছেন। তবুও তাঁকে স্পেনের আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে। বার্সেলোনার সঙ্গে নেইমারের চুক্তির একটি শর্ত হঠাৎই প্রকাশ্যে এসেছে। তা নিয়ে হইচই ফুটবল মহলে। নেইমারের বাবা নাকি বার্সেলোনাকে জানিয়েছিলেন, তাঁকে নিয়মিত মহিলাসঙ্গীর জোগান দিতে হবে। তবেই বার্সার সঙ্গে তিনি চুক্তিতে সই করতে দেবেন ছেলেকে। প্রসঙ্গত, নেইমারের মায়ের সঙ্গে তাঁর ২০১৬ সালে

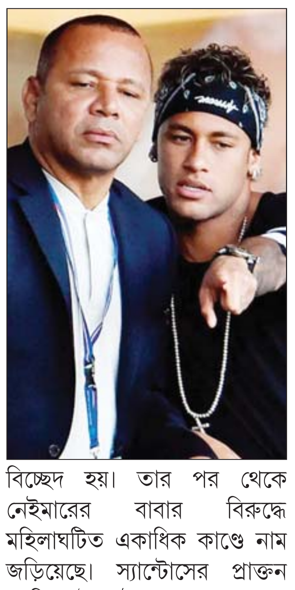

বিচ্ছেদ হয়। তার পর থেকে নেইমারের বাবার বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত একাধিক কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে। স্যান্টোসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইস আলভারো দা অলিভিয়েরা রিবেইরো এবার গুরুতর এই তথ্য ফাঁস করেছেন। রিবেইরো দাবি করেছেন, ''নেইমারের সঙ্গে বার্সার চুক্তিতে বলা ছিল, ওর বাবাকে নিয়মিত মহিলাসঙ্গী সরবরাহ করতে হবে ক্লাবের তরফে। লন্ডনের পিকাডিলির এক হোটেলে সেই মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন তিনি। এছাড়া প্রাইভেট বিমানেরও দাবি ছিল তাঁর।'' তিনি আরও দাবি করেছেন, ''কোনও দিন কফির দাম দেয়নি ও। অন্তত ওর ২০০ কাপ কফির দাম দিয়েছি আমি। চুক্তিতে মহিলাসঙ্গীর সরবরাহ ছাড়াও ব্রাজিলের ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাওয়ার দাবি ছিল। ওর টাকার অভাব ছিল না। কিন্তু বার্সেলোনা নেইমারের বাবার জন্য একজন লোককে ঠিক করে রেখেছিল, সেই লোক সব চাহিদা মিটিয়ে দিত।''

বিশ্বজয়ের পর মাঠে নেমেই গোল মেসির, জিতল পিএসজি

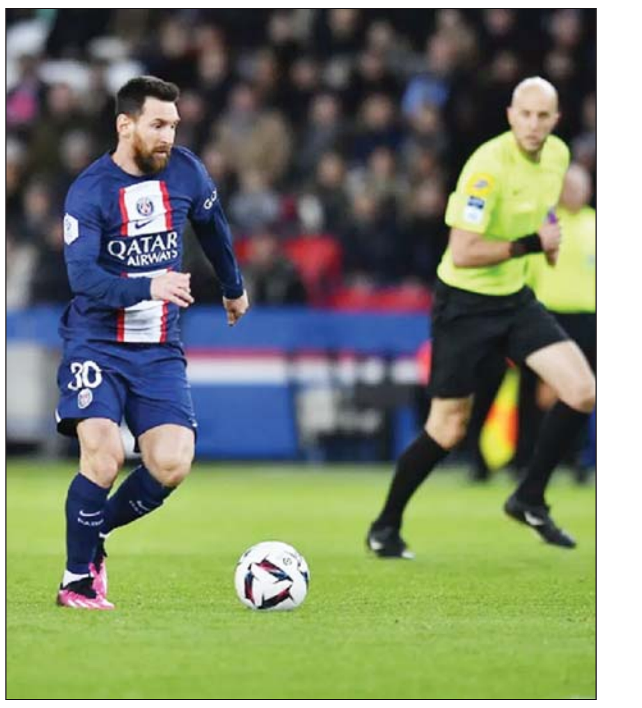

প্যারিস, ১২ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল। উগো একিতিকে শুরুতেই দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেছেন মেসি। কিলিয়ান এমবাপেসহ প্রথম পছন্দের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে ছাড়া খেলতে নামা পিএসজির জয়ে ফেরায় দারুণ অবদান নর্দি মুকিয়েলের। দুটি গোলেই অবদান এই ডিফেন্ডারের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের বাকি সব সদস্য নিজেদের ক্লাবের দর্শকদের সামনে দেখিয়েছেন বিশ্বকাপে পাওয়া মেডেল। ব্যতিক্রম শুধু মেসি, আর দশটা ম্যাচের মতোই স্বাভাবিকভাবে ওয়ার্মআপ করেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। সেখানে অবশ্য একটু ভিন্নতা ছিল। ফুটবলের রাজা পেলের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি 'অমর পেলে' লেখা সাদা টি-শার্ট পরে ছিলেন। একই টি-শার্ট পরেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমারও। প্রয়াত পেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট করতালির মধ্য দিয়ে শুরু হয় ম্যাচ। প্রথম ভালো আক্রমণেই পঞ্চম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। মেসির কাছ থেকে বল পেয়ে মুকিয়েলে নিচু ক্রসে খুঁজে নেন একিতিকেকে। রাঁস থেকে ধারে খেলতে আসা ফরাসি ফরোয়ার্ড চমৎকার ফিনিশিংয়ে সারেন বাকিটা। ২৪তম মিনিটে মেসির চমৎকার ফ্রি কিকে সের্হিও রামোসের হেড কোনোমতে ফেরান অঁজি গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর আর্জেন্টইন মহাতারকার আরেকটি ফ্রি কিক ফিস্ট করে ব্যর্থ করে দেন তিনি। ৩৩তম মিনিটে ডি বক্সে গোলরক্ষককে একা পেয়ে গিয়েছিলেন মেসি। তার বাঁকানো শট ঝাঁপিয়ে কোনো মতে ব্যর্থ করে দেন অঁজি গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিএসজিকে চেপে ধরার চেষ্টা করে অঁজি। চলতি মরসুমে লিগে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বেশ কিছু গোল হজম করেছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। ৬০তম মিনিটে আরেকটি গোল হজম করতেই পারতো তারা। তবে বিপজ্জনক জায়গা থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আব্দাল্লা সিমা। এর আগে ৫৮তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন একিতিকে। ডি বক্সে বল পেয়ে প্রথম চেষ্টায় শট করতে পারেননি তিনি। দ্বিতীয় চেষ্টায় অনেকটা গোলরক্ষক বরাবর শট নেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। অঁজির চাপের মুখে সেভাবে আক্রমণে যেতেই পারছিল না পিএসজি। এর মধ্যেই ৭২তম মিনিটে মুকিয়েলের কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন মেসি। শুরুতে লাইন্সম্যান অফসাইড দেন। তবে ভিএআরের সহায়তা নিয়ে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। চলতি আসরে লিগে মেসির অষ্টম এই গোলে সরে যায় চাপ। অঁজিও যেন হতোদ্যম হয়ে পড়ে। ৮৩তম মিনিটে মেসির দুর্দান্ত কারিকুরির পর বল জালে পাঠান নেইমার। তবে তিনি একটুর জন্য অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। ৯০তম মিনিটে তার ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে ফেরান গোলরক্ষক। নেইমারের কর্নার থেকে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন মুকিয়েল। তার হেড দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন অঁজি গোলরক্ষক। ম্যাচে যা তার পঞ্চম সেভ। যোগ করা সময়ে নেইমারের কর্নার থেকে বল ফেরে পোস্ট লেগে! এই জয়ে ১৮ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি লিগ ওয়ানের চূড়ায় পিএসজি। আগের ম্যাচে তাদের মরসুমে প্রথম হারের তেতো স্বাদ দেওয়া লঁস এবার করেছে ড্র। ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে দলটি।

ম্যাচ হেরে ম্যান সিটি কোচ বললেন, 'জয় প্রাপ্য ছিল না'

ম্যানচেস্টার, ১২ জানুয়ারিঃ লিগ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে বুধবার সিটিকে ২-০ গোলে হারায় সাউথ্যাম্পটন। ২০১৪ সাল থেকে এই টুর্নামেন্ট ৬ বার জিতেছে সিটি। কিন্তু এই নিয়ে টানা দুই মরসুমে তারা ছিটকে গেল সেমি-ফাইনালের আগে। ম্যাচের ৭২ শতাংশ সময় বল ছিল সিটির ফুটবলারদের পায়ে। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে, লক্ষ্যে একটি শটও নিতে পারেনি তারা। প্রথমার্ধে দুই গোল করা সাউথ্যাম্পটন পরে দারুণ রক্ষণে ব্যবধান ধরে রাখে স্রেফ ২৮ শতাংশ সময় বল পায়ে রেখেও। গুয়ার্দিলা কোচ হয়ে আসার পর এই নিয়ে স্রেফ তৃতীয়বার ও ২০১৮ সালের পর প্রথমবার কোনো ম্যাচে লক্ষ্যে একটি শটও নিতে পারল না সিটি। ম্যাচ শেষে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরতেই স্কাই স্পোর্টসে গুয়ার্দিওলা বললেন, ''এজন্যই বলছি, আমরা মোটেও ভালো খেলিনি।'' পরে বিবিসি রেডিওর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজেদের ব্যর্থতা অকপটে মেনে নিলেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ। ''শ্রেয়তর দলই জিতেছে। আমরা ভালো খেলিনি। বিশেষ করে, শুরুর সময়টায় আমরা ভালো করিনি। অনেক ম্যাচেই শুরু ভালো না করলেও ঘুরে দাঁড়ানো যায়। কিন্তু আজকে আমরা তা পারিনি। আজকে বাজে একটি রাত ছিল। প্রতিপক্ষ ছিল আমাদের চেয়ে ভালো, তাদেরকে অভিনন্দন জানাতেই হবে। ম্যাচ জিততে হলে তা আদায় করে নিতে হয়। আজকের ম্যাচে জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল না।'' প্রিমিয়ার লিগের লড়াইয়ে শনিবার ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে সিটি। গত অক্টোবরে সিটির কাছে ৬-৩ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইউনাইটেড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ১৮ ম্যাচের ১৫টি জিতেছে তারা। সবশেষ টানা ৮ ম্যাচ জিতে তারা ছন্দে আছে দারুণভাবে। গুয়ার্দিওলা বললেন, ''পারফরম্যান্সে উন্নতি না করতে পারলে ডার্বিতে নিজেদের কোনো সম্ভাবনাই তিনি দেখেন না। এটি যদিও ভিন্ন প্রতিযোগিতা। তবে এরকম যদি পারফর্ম করি, তাহলে আমাদের কোনো সুযোগ নেই। আমি জানি যে মোমেন্টাম ওদের সঙ্গী। এই অবস্থানে আসার জন্য অনেক বছর ধরে চেষ্টা করছে ওরা। ভালো খেলতে হলে কী করতে হবে, আমরা তা ভালোভাবেই জানি এবং করার চেষ্টা করব। আজকে আমরা সেটির ধারেকাছেও ছিলাম না।''

রিয়াল আর নিতে চায়নি রোনাল্ডোকে, বাধ্য হয়েই আল নাসেরে সই?

মাদ্রিদ, ১২ জানুয়ারিঃ বয়স যখন থাবা বসায়, তখন অনেক কিছুই ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে। গ্ল্যামার, সাফল্য, এমনকি ভক্তরাও! যে কোনও খেলা, যে কোনও মাধ্যমে এটাই সহজ সত্য। না চাইলেও মেনে নিতে হয়। মানতে না পারলে ধীরে ধীরে তাঁরাই

হয়ে যান অচল। কিংবা, তাঁদের তখন সরে যেতে হয় অন্যত্র। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো তারকার ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। সৌদির ক্লাব আল নাসেরে বিপুল অর্থ নিয়ে সই করেছেন সিআর সেভেন। আগামী আড়াই বছর তাঁকে খেলতে দেখা যাবে ওই এশিয়ান ক্লাবের হয়ে। রোনাল্ডোর ছোঁয়ায় সৌদির ফুটবল পাল্টে যাবে, এমনই আশা করছেন অনেকে। আর্থিক ভাবেই দারুণ উন্নতি করবে সৌদির ফুটবল। কিন্তু এর পিছনের গল্পটা যে অন্য রকম হতে পারে, তার আঁচ এতদিন পাওয়া যায়নি। যেমন জানা ছিল না, ইউরোপের নানা ক্লাব থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েই সৌদির ক্লাবে পা রাখতে হয়েছে রোনাল্ডোকে। কেরিয়ার যতই ঈর্ষনীয় হোক, যতই রোকর্ডে বাঁধানো থাকুন তিনি, বাস্তবটা যে অন্য রকম, তা মানতে হচ্ছে এ বার। কাতার বিশ্বকাপের আগেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তাঁর সঙ্গে চুক্তি খারিজ করে দেয়। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। তার পর থেকে রোনাল্ডো চেয়েছিলেন, তাঁর পুরনো ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে ফিরতে। সিআর সেভেনের এজেন্ট জর্জে মেন্দেস বারবার রিয়াল কর্তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। ওই সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও রোনাল্ডোকে ছাড়তে এতটাই মরিয়া ছিল যে, তাঁর মাইনের অনেকেটাই দিতে রাজি ছিল। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। যে ক্লাবকে এক সময় সাফল্য দিয়েছেন, সে ক্লাবের পরিচালন সমিতিই রোনাল্ডোকে আর নিতে চায়নি। একটি সূত্র স্পষ্ট করে বলছে, ''রোনাল্ডোর এজেন্ট বারবার রিয়াল কর্তাদের ফোন করেছে, কথা বলেছে। তাতেও বরফ গলানো যায়নি। এমনকি, স্পেনের বড় ক্লাবগুলোও রোনাল্ডোকে নেওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি।'' বিশ্বকাপের পরই রোনাল্ডো আবার রিয়ালের সঙ্গে ট্রেনিংয়ে নেমে পড়েছিলেন। তখনই গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল, যে ক্লাব এক দশকেরও বেশি সময় খেলেছেন, সেখানেই ফিরতে চলেছেন তিনি। তাও বাস্তবায়িত হয়নি। পাঁচ বার ব্যালন ডি'অর জেতা ফুটবলার প্রায় ৪০ দিন অপেক্ষা করেছিলেন, যদি রিয়ালের তরফে কোনও আগ্রহ দেখানো হয়। সহজ সত্যিটা হল, মাঠে যতই সফল হোন রোনাল্ডো, মাঠের বাইরে তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ফুটবল জীবনে প্রান্তিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ফুটবলারকে নিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাড়তি ঝামেলা আর কে বইতে চায়! ইউরোপের ক্লাবগুলো তাই রোনাল্ডো গ্যামার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। সৌদির ক্লাব আল নাসের ছাড়া আর উপায় ছিল না সিআর সেভেনের। মানতে কষ্ট হলেও রোনাল্ডো এবং ভক্তদের এই সহজ সত্যিটা হজম করতেই হবে! এদিকে সৌদি আরবের লিগ নিয়ে সতর্কবার্তা পেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। যিনি সতর্ক করেছেন, তিনি আবার একসময়ে রোনাল্ডোর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিদের একজন-জাভি হার্নান্দেজ। বার্সেলোনার বর্তমান কোচ জাভি কাতারের ক্লাব আল-সাদের হয়ে খেলেছেন, দলটির কোচও ছিলেন কিছুদিন। তাই প্রতিদ্বন্দ্বি হলেও জাভির পরামর্শটা নিতেই পারেন রোনাল্ডো। মধ্যপ্রাচ্যে খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই জাভি বলেছেন, রোনাল্ডোর জন্য সেখানে কাজটা মোটেই সহজ হবে না। তবে ইউরোপ জয় করে আসা রোনাল্ডো যে এখানেও পার্থক্য গড়ে দেবেন-এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালে রিয়াল

করিম বেনজেমার সফল স্পট কিকে প্রথমার্ধে এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল শোধ করে দিল ভালেন্সিয়া। বাকি সময়ে আর জালের দেখা পেল না কোনো দলই। ম্যাচ গড়াল শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকারে। থিবো কর্তোয়ার দৃঢ়তায় সেখানে শেষ হাসি হাসল কার্লো আনচেলত্তির দল।

দোহা, ১২ জানুয়ারিঃ স্প্যানিশ সুপার কাপের প্রথম সেমি-ফাইনালে বুধবার রাতে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচ ১-১ ড্র থাকে। পরে সৌদি আরবের কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতেছে রিয়াল। নতুন ফরম্যাটে সুপার কাপ হওয়ার পর ইউরোপের সফলতম দলটি তৃতীয়বারের মতো গেছে ফাইনালে। ম্যাচজুড়ে ভালেন্সিয়ার পোস্টের নিচের দেয়াল হয়ে থাকা জর্জিও মামারদাশভিলি টাইব্রেকারে পারেননি ত্রাতা হতে। শুরুর চার শটেই জালের দেখা পান রিয়াল অধিনায়ক বেনজেমা, লুকা মদ্রিচ, টনি ক্রুস ও বদলি নামা ফরোয়ার্ড মার্কো আসেনসিও। ভালেন্সিয়ার এদিনসন কাভানি, ইলাইশ মোরিবা ও হুগো গিয়ামোন জালের দেখা পান। ইরে জোমের্ত উড়িয়ে মারেন আর হোসে গায়া শেষ সুযোগ নষ্ট করেন কর্তোয়ার গায়ে মেরে। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে লিগে হেরে যাওয়া ম্যাচের একাদশে চার পরিবর্তন আনেন আনচেলত্তি। লুকাস ভাসকেস, নাচো, কামাভিঙ্গা ও রদ্রিগোকে খেলান শুরু থেকে। মাঝমাঠের বড় ভরসা মদ্রিচকে বেঞ্চে রাখেন আনচেলত্তি। আক্রমণভাগে বেনজেমা, ভিনিসিউসদের বিবর্ণতা ফুটে ওঠে শুরু থেকে। দশম মিনিটে ফেদে ভালভেরদের থ্রু পাস ধরে আলতো টোকায় কিছুটা এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন রদ্রিগো, কিন্তু বলের গতি বেশি হওয়ায় আর সাথে দুজন ডিফেন্ডার সেঁটে থাকায় শট নিতে দেরি করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত তার শট যায় বাইরে। একটু পর পায়ের কারিকুরিতে এক ডিফেন্ডারের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল বের করে নিয়েছিলেন বেনজেমা। কিন্তু জায়গা তৈরি করেও শট পোস্টে রাখতে পারেননি। উড়ে যায় বাইরে দিয়ে। ষোড়শ মিনিটে পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায় ভালভেরদের দূরপাল্লার শট। রিয়ালের আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত থাকা ভালেন্সিয়া

একটু একটু করে গুছিয়ে ওঠে। ১৯তম মিনিটে প্রথম ভালো আক্রমণটিও শাণায় তারা। গায়ার ক্রসে কাভানির হেড আটকান গোলরক্ষক কর্তোয়া। একটু পরই তনি লাতো বক্সে বল হারানোর পর কর্তোয়ার পায়ে লেগে পড়ে গিয়ে পেনাল্টির দাবি তোলেন, সাড়া দেননি রেফারি। কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলা ছন্দ রিয়াল ফিরে পায় দ্রুতই। ৩০তম মিনিটে গতিময় ভিনিসিউস বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন। কিন্তু দূরূহ কোণ থেকে এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শট বাইরের জাল কাঁপায়। ৩৯তম মিনিটে বক্সের ভেতরে বেনজেমাকে বিপজ্জনক ট্যাকল করেন জোমের্ত। ট্যাকলের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেই ক্ষমা চেয়ে পান হলুদ কার্ড। সফল স্পট কিকে রিয়ালকে এগিয়ে নেন বেনজেমা। প্রথমার্ধে রিয়ালের এই একটি শটই ছিল লক্ষ্যে! প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কাভানির শট জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোল হয়নি। এগিয়ে থাকার স্বস্তি নিয়ে বিরতিতে যায় রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ঠিকঠাক মুঠোয় রাখতে কামাভিঙ্গাকে তুলে মদ্রিচকে নামান আনচেলত্তি। কিন্তু রিয়াল কোচের এগিয়ে থাকার স্বস্তিও উবে যায় শুরুতেই। টনির নিখুঁত ক্রসে বল বাতাসে থাকা অবস্থায় দূরের পোস্টে ফাঁকায় থাকা ভালেন্সিয়ার ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সামুয়েল লিনো দারুণ শটে জাল খুঁজে নেন। এরপর দুই দলের খেলার গতি কমে যায় আচমকাই। গোলের জন্য তেমন কোনো আক্রমণই পর্যন্ত শাণাতে পারছিল না কোনো দল! ৮৮তম মিনিটে ভালভেরদের ক্রসে বেনজেমার হেড উপরের জাল কাঁপানো ছিল নির্ধারিত সময়ে উল্লেখ করার মতো আক্রমণ। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার সুর্বণ সুযোগ পেয়েছিলেন ভিনিসিউস। কিন্তু বক্সে ভালেন্সিয়ার এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে বল যায় তার পায়ে। গোলরক্ষককে একা পেয়েও ছিলেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের দুর্বল শট আটকে ভালেন্সিয়ার ত্রাতা গোলরক্ষক মামারদাশভিলি। এরপর ভালভেরদের দূরপাল্লার শটও ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকান তিনি। অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় ম্যাচ। অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে বক্সের ঠিক উপর থেকে ভিনিসিউসের শট ফেরান মামারদাশভিলি। গোলের জন্য মরিয়া রিয়ালের চাপ পাহাড়সমান দৃঢ়তায় সামলাতে থাকেন জর্জিয়ান এই গোলরক্ষক। এ অর্ধের শেষ দিকে ক্রুসের জোরাল শট আটকে ভালেন্সিয়ার ২০০৮ সালের পর আবারও ফাইনাল খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। ১১০ মিনিটে ফ্রান পেরেসের শট কোনোমতে আটকে রিয়ালকে স্বস্তিতে রাখেন কর্তোয়া। শেষ দিকে রিয়াল প্রচণ্ড চাপ দিলেও ভাঙতে পারেনি ভালেন্সিয়ার জমাট রক্ষণ। ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই হার মানে রিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ে যাওয়া জেন্নারো গাত্তুসোর দল। লা লিগা ও কোপা দেল রের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ মিলিয়ে চার দল নিয়ে হওয়া এই আসরে আগামী রবিবার ফাইনাল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501